যিশুখৃষ্ট

মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট—২৩শে মে, ১৯৪০]

স্বর্গীয় বরদাকান্ত মজুমদার
প্রণীত

মূল্য চৌদ্দ আনা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী : আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ;
৩৮নং জন্‌সন্ রোড্, ঢাকা



পঞ্চম সংস্করণ
১৩৫৩

মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
শৈলেন প্রেস
সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা



Ajit Kumar

সূচীপত্র

যিশুখৃষ্ট

—ঃ*ঃ—

প্রথম পরিচ্ছেদ

আনন্দ-সংবাদ

পৌষ মাসের প্রথমভাগ। অল্প অল্প শীত, আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন ;—সেই রাত্রে 'বেথ্‌লাহেম্' নগরের পার্ব্বত্য প্রান্তরে কতকগুলি মেষপালক মেষ চৌকি দিতেছিল। দলে দলে শান্ত ভেড়াগুলি নিঃশব্দে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতেছিল।

বেথ্‌লাহেম্—রাজা দায়ুদের নগরী। দায়ুদ মেষপালকের গৃহে জন্মিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ইহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত ছিল—ঈশ্বর এই দায়ুদের বংশে মেসায়া (অবতার) রূপে জন্মিয়া, পতিত ইহুদী জাতিকে উদ্ধার করিবেন। তাহারা ভাবিত—রাজার বংশধর মেসায়া অবশ্যই রাজা বা তদ্রূপ প্রতাপশালী হইয়াই জন্মিবেন।

প্যালেস্‌টাইন—ইহুদীদের দেশ। প্রধানতঃ উহা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরে গ্যালিলি, দক্ষিণে জুডিয়া ও মধ্যে সামারিয়া। বেথ্‌লাহেম্‌ জুডিয়ার অন্তর্গত ক্ষুদ্র নগরী। বহু প্রাচীন নগরী হইলেও, ইদানীং ইহার শ্রী-সৌষ্ঠব লুপ্ত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক মেষপালক ছাড়া অন্য শ্রেণীর লোকের বসতি অল্পই ছিল। বস্তুতঃ বেথ্‌লাহেম্‌কে মেষপালকের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হইত না।

মেষপালক বলিলেই শান্ত, শিষ্ট, নিরীহ লোক বুঝায়; কিন্তু বেথ্‌লাহেমের মেষপালকেরা তদ্রূপ ছিল না। সর্ব্বদাই তাহাদিগকে পার্ব্বত্য দস্যু ও নেকড়ের আক্রমণ হইতে আপন আপন পশুদলকে রক্ষা করিতে হইত। এজন্য তাহারা সতর্ক, সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু যোদ্ধার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বহু মেষপালক একত্রিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে মেষদল ছাড়িয়া দিত। তাহারা পর্য্যায়ক্রমে একদল জাগিয়া সাবধানে পশুগুলিকে চৌকি দিত, অন্যদল ঘুমাইত। তাহাদের সময় অতীত হইলে, নিদ্রিত দলকে জাগাইয়া দিয়া, তাহারা আবার ঘুমাইত। এইরূপে তাহারা পরস্পরের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করিত।

সে-রাত্রেও অমনি একদল মেষপালক সেই পর্ব্বতগাত্রস্থ প্রান্তরে পশু চৌকি দিতেছিল। মেষপাল আপন মনে নিঃশব্দে চরিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল।

সে-দেশে তখন খুব বেশী শীতের প্রাদুর্ভাব না হইলেও, সেই প্রান্তর ও পাহাড়শ্রেণী ধূমের ন্যায় কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। সহসা গিরিশিরের কুয়াসারাশি দূরীভূত হইয়া, তাহা এক অপূর্ব্ব আলোক-রশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই আলোক তীব্র নহে—অতি স্নিগ্ধ—অতি মনোরম। সেই আলোকের জ্যোতিতে চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক্ যেন কোন অজানা স্বপ্নদেশের সুমধুর সঙ্গীতে ভরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোকপথে—আকাশ হইতে নামিয়া—এক দেবদূত মেষপালকগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

এই অলৌকিক ঘটনায় তাহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল, ভয়ে মুখ রক্তশূন্য হইল, সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—কাহারও মুখে কথা সরিল না।

ধীরে ধীরে—বীণার স্বরে দেবদূত কহিল—"ভয় করিও না। আমি তোমাদের কাছে সমস্ত জগতের আনন্দ-সংবাদ দিতে আসিয়াছি। তোমাদের মধ্যে আজি বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন। এই নগরের এক গৃহস্থের অশ্বশালায়, অশ্বের আহার-পাত্রে সেই অলৌকিক শিশু শায়িত আছেন।"

দেবদূতের কথা শেষ হইতে না হইতেই—সারি সারি অপ্সরার দলে আকাশ ভরিয়া গেল। স্বর্গীয় তানে ঈশ্বরের জয়গানে সেই প্রান্তর প্লাবিত হইতে লাগিল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ ও বিস্মিত মেষপালকেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দেবদূত ও অপ্সরাবৃন্দ অদৃশ্য হইলে, মেষপালকেরা পরস্পর পরস্পরের পানে ক্ষণেক আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। তৎপরে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিল—"যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, স্বকর্ণে শুনিলাম, তাহা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করি? চল শীঘ্র যাইয়া আমরা সন্দেহ মিটাইয়া আসি।"

তখন সকলে অতি ব্যস্ত হইয়া শিশুরূপী ত্রাণকর্ত্তাকে দেখিতে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম

জুডিয়ার রাজা হেরড, তাঁহার রাজধানী জেরুজালেম। হেরড নিজ দেশে অত্যন্ত প্রতাপশালী নৃপতি হইলেও, রোম-সম্রাটের অধীন ছিলেন।

সেই সময় রোম-সম্রাট্ এক আজ্ঞা প্রচার করিলেন—'রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী যে সকল দেশ, নগর ও গ্রাম আছে, সকল স্থানের সকল প্রজাকেই আপন আপন জন্মভূমিতে গিয়া নাম লিখাইয়া আসিতে হইবে।'

রাজা হেরড রোম-সম্রাটের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। সমগ্র ইহুদী দেশে সম্রাটের হুকুমমত ঐ আদেশ ঘোষণা করিলেন।

জোসেফ্, বেথ্‌লাহেমে দায়ুদের বংশে জন্মিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, ন্যাজারেথে গিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি ছুতারের কার্য্যে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। জোসেফের গৃহে তাঁহার বাগ্‌দত্তা ভাবীপত্নী মেরীও থাকিতেন।

মেরীর গর্ভলক্ষণে জোসেফের মনে দ্বিধা জন্মিলে, একরাত্রে

দেবদূত তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—"তুমি চিন্তা করিও না, তোমার পত্নী পরম পবিত্রা সাধ্বী। তাঁহার গর্ভে মেসায়া—ত্রাণকর্ত্তা জন্মিয়াছেন, নাম রাখিও—'যিশুখৃষ্ট'।" জোসেফ্ দেবদূতের আদেশে মেরীকে পরম যত্ন করিতে লাগিলেন।

রাজার আদেশে যখন সকল দেশের সকল লোকই নাম লিখাইবার জন্য আপন আপন জন্মভূমির দিকে চলিল, জোসেফ্ও স্বীয় সসত্ত্বা পত্নী মেরীকে সঙ্গে লইয়া, আপন জন্মভূমি বেথ্লাহেমে আসিলেন। কিন্তু তখন চারিদিক্ হইতে লোকের আগমনে ক্ষুদ্র নগর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কোথাও আর তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়া, এক গৃহস্থের আস্তাবলে জোসেফ্ বাসা লইলেন।

সেই দরিদ্রের অপরিচ্ছন্ন আস্তাবলে—দীন মাতার ক্রোড়ে—দীনের ত্রাণকর্ত্তা মহাপুরুষ যিশুখৃষ্ট জন্মিলেন। নহিলে আর ভগবানকে 'দীননাথ' বলে কেন?

রাজা হেরড অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত ক্রূর-প্রকৃতির ছিলেন। মৃত্যুভয় তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। অতি তুচ্ছ কারণে কাহারও উপর বৃথা সন্দেহ হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। এইরূপে সহস্র সহস্র নিরীহ প্রজা, তাঁহার কোপে পড়িয়া অকালে জীবন দিয়াছিল। ক্রূরমতি, ক্রূরকর্ম্মা, নিষ্ঠুর রাজা আপনার শাসনদণ্ড অক্ষত রাখিবার জন্য যতই নরহত্যা, যতই অত্যাচার করুন না কেন, কিন্তু তিনি

নিজে একদণ্ড শান্তি পাইতেন না। এক ভীষণ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে দিন দিন মৃত্যুর দ্বারের নিকটবর্ত্তী করিতে লাগিল। রাজা যতই রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, যতই মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাঁহার প্রাণের ভয় ততই অধিক বাড়িল, ততই তিনি কঠোর হইতে কঠোরতর হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর আদেশে রাজ্য বিভীষিকায় ভরিয়া গেল।

সেই সময় ইহুদী দেশের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত পারস্য হইতে কতকগুলি জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত জেরুজালেমে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখত, বহুদিনের প্রত্যাশিত—ইহুদীদের রাজা কোথায় জন্মিয়াছেন—তাই তাঁহারা দেখিতে আসিয়াছেন। একটি "তারা" সেই দূরদেশ হইতে—মানুষের মত পথ দেখাইয়া—তাঁহাদিগকে এখানে আনিয়াছে। তারা দৃষ্টে তাঁহারা গণনায় জানিয়াছেন যে সেই মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন।

এই দূরদেশাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর কথা শুনিয়া রাজা হেরড অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলেন। ইহুদী জাতির ভবিষ্যৎ রাজা জন্মিয়াছেন—তবে ত তাঁহার সাম্রাজ্য গেল!

তখনই তিনি প্রধান পুরোহিতবর্গ এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ডাকাইয়া নবশিশু কোথায় জন্মিয়াছে—নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ দিলেন।

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কাহারও পক্ষে কঠিন হইল না।

কারণ বংশানুক্রমে তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে পড়িয়া আসিতেছে—"বেথ্‌লাহেমে রাজা দায়ুদের বংশে ইহুদীদের ভাবী রাজা মেসায়া জন্মিবেন।"

বেথ্‌লাহেম্! বেথ্‌লাহেম্ ত অতি নিকটে, রাজধানী জেরুজালেম হইতে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে! তবে সে শিশুকে বিনাশ করিতে কতক্ষণ? রাজা হেরডের মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি আপন মনোভাব গোপন রাখিয়া, আনন্দের ভাণ করিয়া পূর্ব্বদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে বলিলেন—"আপনারা অতি ধীরভাবে বেথ্‌লাহেমের প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া অনুসন্ধান করুন। শিশুর দর্শন পাইলেই আমাকে আসিয়া সংবাদ দিবেন। আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসিব।"

হায়, পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্যোতিঃশাস্ত্রে যতই ব্যুৎপত্তি থাকুক না কেন, কিন্তু তাঁহারা রাজার কপটতা ও খলতার আবরণ ভেদ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা আনন্দিত মনে বেথ্‌লাহেমের দিকে চলিলেন।

কি আশ্চর্য্য!—পথে বাহির হইতেই আবার সেই তারা পথ দেখাইয়া চলিল! এবার সেই তারা হইতে অত্যন্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃরাশি নির্গত হইতেছিল। তাহাতে বেথ্‌লাহেমের পথ আলোকিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশরে পলায়ন

সম্রাট্ দায়ুদের বংশে ইহুদীদের ভাবী রাজা জন্মিবে। সুতরাং জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শিশুকে ধনীর প্রাসাদে দেখিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পদপ্রদর্শক তারকা যখন সকল ধনীর প্রাসাদ ছাড়াইয়া, নগরের প্রান্তস্থিত এক দীন গৃহস্থের আস্তাবলের উপর গিয়া স্থির হইল, তখন তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস অগাধ। সেই আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া সেই শিশুর অলৌকিক জ্যোতিঃরাশি দর্শনে তাঁহাদের যা কিছু সন্দেহ ছিল দূর হইয়া গেল। তাঁহারা সেই অশ্বের আহারপাত্রে শায়িত নবজাত শিশুর সম্মুখে ভূমিতে লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং কাঞ্চন ও বিবিধ গন্ধদ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।

রজনীতে এক অদ্ভুত স্বপ্নে দেবদূতের মুখে তাঁহারা রাজা হেরডের যথার্থ অভিসন্ধি অবগত হইয়া, অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। প্রতিজ্ঞা করিয়া আসা সত্ত্বেও, শিশুর সন্ধান দানের জন্য তাঁহারা আর জেরুজালেমে প্রত্যাগমন করিলেন না—

অন্যপথে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। স্বপ্নে দেবদূত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জোসেফ্, স্বীয় পত্নী ও শিশুপুত্র সঙ্গে লইয়া, নানা পর্ব্বত-প্রান্তর, বন-উপবন, নদ-নদী ও বিশাল মরুভূমি অতিক্রম করিয়া বহু দূরবর্ত্তী মিশর দেশে পলায়ন করিলেন।

রাজা হেরড মহা ঔৎসুক্যে পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা ফিরিলেন না দেখিয়া তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মন মরণ-ভয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। তিনি অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া বেথ্লাহেমের দুই বৎসরের অনধিক বয়স্ক সমস্ত শিশুসন্তান হত্যা করাইলেন। দেশময় হাহাকার উঠিল। কিন্তু তখন শিশু যিশুখৃষ্ট, মাতা-পিতার অঙ্কে থাকিয়া, নিরাপদে মিশরের পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

এই দুষ্কার্য্যের পর হেরডও আর বেশী দিন জীবিত রহিলেন না।

রাজা হেরডের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র রাজা হইলে, জোসেফ্ মেরী ও শিশুপুত্রকে লইয়া মিশর হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু নূতন রাজার ভয়ে বেথ্লাহেমে না থাকিয়া ন্যাজারেথে তাঁহার নিজ বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সূত্রধরের কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যিশুও সময় সময় তাঁহার সাহায্য করিতেন।

যিশুর জন্মের পূর্ব্বাবধি পরম পবিত্রা ধার্ম্মিকা মেরী—নানারূপ স্বপ্নে ও দেবদূতের সন্দর্শনে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবনের কতকটা আভাস পইয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের এই অপার করুণায় আপনাকে ধন্য ভাবিয়া, যিশুকে ভবিষ্যতের উপযোগী করিয়াই লালনপালন ও শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

ইহুদীদের দেশে, ধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই কঠিন আইন-বিধি-বদ্ধ ছিল। সেই আইন অনুযায়ী —শিশুর বয়স দ্বাদশ বর্ষ হইলে—সে স্বাধীন হইত, তাহার উপর আর মাতা-পিতার অধিকার থাকিত না। তথাপি সে মাতাপিতার আজ্ঞাধীন থাকিতে বাধ্য হইত। তাহার পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে স্কুলে দেশের সমস্ত আইন শিখিতে হইত এবং দেশ-প্রচলিত নানা ব্যবসা শিক্ষা লাভ করিয়া আপন জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত।

দ্বাদশ বর্ষে পড়িলে জোসেফ্ এবং মেরীও তাঁহাদের সন্তানকে লইয়া সিনাগোগে * অর্পণ করিলেন।

* সাধারণের মন্দির—দেবস্থান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উৎসব

ইহুদীদের দেশে নানা উৎসবের মধ্যে, বৎসরে একবার করিয়া একটা মহোৎসব হইত—তাহাকে নব-জীবনের মহোৎসব* বলা হইত। তাহাদের রাজধানী জেরুজালেমে একমাত্র জিহোভা ‡ মন্দির ছিল। তজ্জন্য নিকটের ও দূরবর্ত্তী সমস্ত দেশের পরিবারবর্গ সেই সময় তথায় সমবেত হইত। দলে দলে নরনারী একসঙ্গে মহা উৎসাহে দূরপথ অতিক্রম করিয়া আসিত। পথে এক দলের সঙ্গে অন্যান্য দল জুটিয়া বড় বড় দল হইয়া যাইত। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—একই লক্ষ্য, সুতরাং তাহাদের পরস্পরের একত্রে মিলিত হইবার পক্ষে কোন দ্বিধা থাকিত না। কেবল দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক শিশুরা তাহাতে যোগ দিতে পারিত না।

জেরুজালেম বিস্তীর্ণ ও প্রকাণ্ড নগর হইলেও, উৎসবের সময় তথায় স্থান কুলাইত না। নগরের মধ্যস্থ ও বাহিরের প্রান্তর সকলও ছোট ছোট পত্রাচ্ছাদিত কুটীর-শ্রেণীতে ভরিয়া যাইত। তথায় দলে দলে লোক এক সপ্তাহ আনন্দে কাটাইত;

---

* মৃত্যুহস্তে রক্ষা পাইয়া স্বাধীনতা ও জীবন লাভের মহোৎসব।

‡ একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা অনন্ত শক্তিশালী পরমেশ্বর।

মহোৎসব শেষ হইলে—অষ্টম দিনে আপন আপন দেশাভিমুখে চলিয়া যাইত।

সেই সময় নগর ব্যাপিয়া বৃহৎ মেলা বসিত। সেই মেলায় নানাবিধ দ্রব্যাদি ও পশুপক্ষী বিক্রয় হইত। পূজা, হোম, স্তোত্র, গীতবাদ্য ও নগরের কোলাহলে আকাশমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিত। দেশে শোক-সন্তাপের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। সকলেরই হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, সকলেরই মুখে আনন্দের ভাতি প্রকাশ পাইত।

দ্বাদশ বৎসরের কম বয়স্ক কোন্ বালকই তথায় যাইতে পাইত না। দেশের আইন অনুসারে দ্বাদশ বৎসরে বালকগণ সাবালক ও স্বাধীন হইত, তখন অভিভাবকগণের সঙ্গে মেলায় গেলে, তাহাদের উপর আর অভিভাবকদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক হইত না। অভিভাবকগণও দেশান্তরের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-কুটুম্বগণের সহিত বৎসরান্তে একবার মিলিত হইয়া, বালকগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার অবসর পাইত না।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে যিশুখৃষ্ট, মাতা-পিতার সঙ্গে, সর্ব্বপ্রথম জেরুজালেমের মহোৎসবে গমন করিলেন।

মহোৎসব শেষ হইলে আবার সকল লোক দলে দলে স্ব স্ব দেশাভিমুখে ফিরিল। যে দলে মিলিত হইয়া জোসেফ্ ও মেরী গিয়াছিলেন—উহা ছিল একটা বড় দল। সেই দলে যিশুর

সমবয়স্ক বালকও বিস্তর ছিল। দলের মধ্যে কোথাও না কোথাও আছেন ভাবিয়া মাতা-পিতা যাত্রাকালে যিশুর খোঁজ করিলেন না। শেষে একদিনের পথ গমনের পরে—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত না দেখিতে পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। তন্ন-তন্ন করিয়া দল খোঁজা হইল—ছেলে মিলিল না। তখন জোসেফ্ ও মেরী মহা উৎকণ্ঠিতচিত্তে পথের প্রতিদলে প্রতি লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আবার নগরের দিকে ফিরিলেন।

নগরের হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে, প্রত্যেক গৃহে সারাদিন অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সন্ধান মিলিল না। তখন নিরাশহৃদয়ে জনক-জননী জিহোভা-মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় এক অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শনে তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

দেশের প্রধান পুরোহিতগণ, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী ও আইনজ্ঞেরা অধিকাংশ সময়ই মন্দিরে কাটাইতেন। সেখানে সেই সকল দেশপূজ্য আচার্য্যগণের মধ্যে প্রফুল্লমুখে বালক যিশু বসিয়াছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে নানা শাস্ত্রীয় আলাপ ও কঠোর বিষয় সমূহের মীমাংসা চলিতেছিল। বালক অবলীলাক্রমে সেই সকল কঠোর ও জটিল তত্ত্ব সমূহের সরল মীমাংসা করিয়া দিতেছিলেন। বালকের অদ্ভুত শক্তি, জ্ঞান ও প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সকলে চমৎকৃত ও ধন্য ধন্য করিতেছিলেন।

এমন পুত্ররত্ন লাভ করিয়া মাতা-পিতা যে আপনাদিগকে কত গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন—তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহারা যখন তাঁহাদের সেই অসামান্য-গুণসম্পন্ন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—তখন উভয়েরই অন্তঃকরণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরু জন্ম

এই ঘটনার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। যিশুর বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইল। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার জীবনে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

যিনি মানবজাতির শোক-সন্তাপ মোচন ও পাপ-তাপ হরণ করিতে আসিয়াছিলেন—মানবজাতিকে ধর্ম্মের পথ দেখাইতে গুরুরূপে যিনি অবতীর্ণ—সেই মেসায়ার (অবতারের) বাল্যজীবন যে আদর্শে গঠিত ও চালিত হওয়া উচিত তাঁহার জীবন সেইরূপ ভাবেই কাটিল। তিনি আপনা হইতেই সরল, সত্যপ্রিয়, উদার, মুক্তকণ্ঠ, স্বার্থহীন, পরসেবা-নিরত, ধার্ম্মিক, পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শিশুর ন্যায় অনাবিল পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্মের মধুর জ্যোতিঃ মিশিয়া তাঁহার বদনমণ্ডলে এক অপার্থিব দিব্য জ্যোতিঃ ক্রীড়া করিতে লাগিল,—চক্ষু দুইটিতে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোক প্রকাশ পাইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শরীরও দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট হইল। তেমন শ্রীসম্পদ মানবে বিরল। যে কেহ তাঁহার পানে

চাহিত সে আর চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না। তাঁহার কণ্ঠ শুনিলে মানব মন্ত্র-মুগ্ধবৎ তাঁহার বশীভূত হইত।

যখন এইরূপ মনুষ্যত্বের সঙ্গে দেবত্ব মিশিয়া—তাঁহাকে ভবিষ্যৎ কার্য্যের উপযোগী করিয়া—নরশ্রেষ্ঠ দেশপূজ্য মেসায়া করিয়া তুলিল, তখন তিনি ত্রিশ বৎসরে পড়িয়াছিলেন।

সেই সময়ে জেরুজালেমের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত ভীষণ পর্ব্বতময় মরুপ্রান্তরে আর একজন অদ্ভুতকর্ম্মা ঋষি তাঁহার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছিলেন—তাঁহার নাম 'গুরু জন্'।

গুরু জন্, সম্পর্কে যিশুর জ্ঞাতিভ্রাতা হইলেও, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের পরস্পরের কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি দেবাদিষ্ট হইয়া, মেরীর এক জ্ঞাতিভগ্নী এলিজাবেথের গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। যিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মাতা-পিতা ভাবী পুত্রকে দেবকার্য্যে অর্পণ করিবার জন্য মানস করিয়াছিলেন। ইহুদীদের নিয়মে এরূপ মানসকৃত উৎসৃষ্ট ব্যক্তির কতকগুলি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইত।

মানসে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি কখনও চুল কাটিতে, গোঁফ-দাড়ী কামাইতে বা নখ কাটিতে পারিত না। সে কোনরূপ মাদকদ্রব্য সেবন করিতে পারিত না—এমন কি, আঙ্গুর হইতে সুরা প্রস্তুত হয় বলিয়া, তাহার পক্ষে আঙ্গুর ভক্ষণ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। সে কখনও শব স্পর্শ করিতে পারিত

না। তাহাকে এই তিনটি কঠোর নিয়ম ও কতকগুলি আনুষঙ্গিক নিয়মও পালন করিতে হইত।

সচরাচর লোকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এক মাসের জন্য এইরূপ মানস করিত, কখন কখন বা কেহ কেহ এক বৎসরের জন্যও করিত। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইলে, তাহারা দেব-মন্দিরে গিয়া দাড়ী, গোঁফ, চুল দিয়া আসিত। তৎপরে তাহারা আবার সংসারী হইত। কিন্তু জন্ জন্মিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার মাতা-পিতা দেবাদিষ্ট হইয়া মানস করিয়া তাঁহাকে চিরদিনের মত দেব-চরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বালকবালিকাদের ন্যায় জন্ নিজগৃহে বাল্যজীবন উপভোগ করিতে পান নাই। তিনি আজীবন পরিত্যক্ত, প্রান্তর-ক্রোড়ে প্রতিপালিত, প্রান্তর-ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আশ্চর্য্য মনুষ্য হইয়া উঠিলেন। সেই পর্ব্বত ও প্রান্তরের সংগৃহীত বন্যমধু ও পঙ্গপাল খাইয়া তিনি জীবনধারণ করিতেন। সেই বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরে কোথাও জল ছিল না। পর্ব্বতোপরিস্থ গর্ত্তে বর্ষার জল স্থানে স্থানে জমিয়া থাকিত। অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইলে, জন্ আঁজলা করিয়া গর্ত্তে চুমুক দিয়া সেই জল পান করিতেন।

পান-ভোজন, আহার-বিহার, সমাজ-সংসার, ঘর-বাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছদ—জন্ অতি তুচ্ছ, অতি অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য জ্ঞানে সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি এক উদ্দেশ্য

লইয়া জন্মিয়াছিলেন, বনে বনে পর্ব্বতে প্রান্তরে সেই উদ্দেশ্যই সাধন করিতেছিলেন।

তাঁহার দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ দাড়ী-গোঁফ, দীর্ঘ নখর, নগ্ন পদ—স্কন্ধদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত কেবলমাত্র উষ্ট্রচর্ম্মে আবৃত। অনশনে কৃশ হইলেও, তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। তাঁহার চক্ষু হইতে এক স্বর্গীয় অগ্নির ভীষণ তীব্র জ্যোতিঃ বাহির হইত।

তিনি অহোরাত্র বিশ্রাম-বিহীনভাবে চারিদিকে প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরিয়া কেবল উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতেন :—

"ঈশ্বরের পথ প্রস্তুত কর—পরিষ্কার কর—কৃত পাপের জন্য অনুতাপ কর ; স্বর্গরাজ্য তোমাদের নিকটে আসিয়াছে।"



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা-গ্রহণ

এই বন্যপ্রকৃতির অদ্ভুত লোকের কথা শীঘ্রই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তখন নিকট ও দূরবর্ত্তী দেশের সকল স্থান হইতেই দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সেই পার্ব্বত্য প্রান্তরে প্রত্যহই বহু লোক সমবেত হইত। কেহ বিস্মিত, কেহ স্তম্ভিত, কেহ বা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথা শুনিত। জন্‌ও সর্ব্বদাই সমাগত লোক সকলকে উচ্চকণ্ঠে বলিতেন :—"ঈশ্বরের পথ প্রস্তুত কর—পরিষ্কার কর—কৃত পাপের জন্য অনুতাপ কর ; স্বর্গরাজ্য তোমাদের নিকটে আসিয়াছে।"

সেই ভীষণ প্রান্তরে, নিস্তব্ধ পার্ব্বত্য প্রকৃতির ক্রোড়ে সেই অলৌকিক মনুষ্যের গভীর কণ্ঠস্বরে কি এক আশ্চর্য্য শক্তি ছিল। তাঁহার বাক্য যাহারা শুনিত তাহাদের অধিকাংশই ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িত—তাহাদের অন্তরে পাপের গ্লানিতে অনুতাপের অগ্নি জ্বালিয়া দিত। তখন পরকালের ভয়ে ভীত হইয়া, বহু লোক 'আমার গতি কি হইবে' বলিয়া, তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িত।

যাহারা এইরূপে তাঁহার নিকটে নিজ নিজ পাপ স্বীকার

করিত, তাহাদিগকে তিনি জর্ডন নদীর তীরে লইয়া গিয়া দীক্ষিত করিতেন। এইরূপে 'দীক্ষা-গুরু জন্' নামে তিনি চতুর্দ্দিকে খ্যাতিলাভ করিলেন। প্রত্যহই তাঁহার কাছে লোকের সমাগম বাড়িতে লাগিল।

সেই সময়ে অন্যান্য লোকের মত যিশুও একদিন তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পর্ব্বত-বেষ্টিত প্রান্তর মধ্যে আপন বন্যপ্রকৃতির গৌরবে জন্ দাঁড়াইয়া ছিলেন, নিকট ও দূরাগত বহু স্ত্রী-পুরুষ চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতেছিল। তিনি আপনার অদ্ভুত ক্ষমতায় ও বাগ্মিতাবলে লোকের মনে, পাপের ভয় ও অনুতাপের আশার কথা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিলেন ; লোকে মুগ্ধবৎ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল।

তাহারই মধ্যে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া যিশুও এই অলৌকিক মনুষ্যের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিতেছিলেন। সমাগত জনমণ্ডলীর কেহই তাঁহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে নাই। সহসা তিনি ধীরে ধীরে জনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সহসা জনের হৃদয়ে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইল, সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হইল, স্বর্গ হইতে সহসা যেন এক অপূর্ব্ব আলোক নামিয়া তাঁহার চক্ষুর দীপ্তি উজ্জ্বল করিয়া দিল। তিনি মোহাবিষ্টের মত যিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হইতে যে আপনিই বাহির হইল—

"ঐ ঈশ্বরের মেষ-শাবক আসিতেছে দেখ, উনি পৃথিবীর পাপরাশি মোচন করিবেন।"

জন্ পূর্ব্বে কখনও যিশুকে দেখেন নাই—সুতরাং চিনিতেন না। কিন্তু তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য, বদনের দেবপ্রতিভা, নয়নের স্বর্গীয় রশ্মি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। দর্শনেই তাঁহার মনে কেমন অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইল।

জনের নিকটে আসিয়া যিশু দীক্ষিত হইতে চাহিলে—জন্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"আপনিই আমাকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করুন—আমি আপনাকে কিরূপে দীক্ষিত করিব ?"

যিশু কেবলমাত্র বলিলেন—"আপত্তি করিও না, ইহার প্রয়োজন আছে। দীক্ষিত না হইলে কোনরূপ ধর্ম্মের কার্য্যে অধিকার জন্মে না।"

তখন জর্ডন নদীতে যিশুকে লইয়া গিয়া, জন্ সেই জলে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। সেই হইতে অদ্যাবধি জর্ডনের জল অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

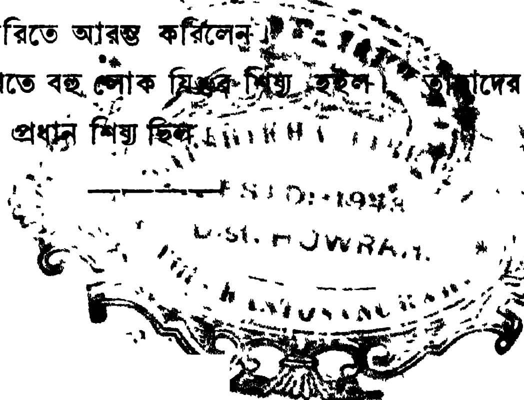
দীক্ষার পর নদী হইতে উপরে উঠিতেই, এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। সহসা আকাশমণ্ডল হইতে ঈশ্বরের পরমাত্মা শ্বেত কপোতরূপে অবতীর্ণ হইয়া যিশুর মস্তকে বসিল; তৎপরে তাঁহার মধ্যে মিশিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল—"এই আমার প্রিয়তম পুত্র—ইহাকে জগতের পাপতাপ হরণ করিতে পাঠাইলাম।"

সেখানেই জন্ যিশুকে 'মেসায়া' বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

দীক্ষার পরে যিশু আপন অন্তরে এক আশ্চর্য্য শক্তি অনুভব করিলেন। সেই শক্তিতে চালিত হইয়া তিনি গভীর পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন। সেখানে নির্জ্জনে বসিয়া, চল্লিশ দিন অনাহারে ঈশ্বরচিন্তা ও প্রার্থনায় মগ্ন রহিলেন।

চল্লিশ দিন উপবাসে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করার পর তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইলেন। তখন সয়তান আসিয়া তাঁহাকে নানারূপে অত্যন্ত প্রলোভিত করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইল। তিনি সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বহু লোক যিশুর শিষ্য হইল। তাঁহাদের মধ্যে দ্বাদশ জনই প্রধান শিষ্য ছিল।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবলীলা

শিষ্যগণ সহ যিশু ন্যাজারেথে আপন বাটীতে আসিলেন। মাতা মেরী যিশুর শিষ্যগণের নিকট হইতে পুত্রের কার্য্যাবলী অবগত হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

ন্যাজারেথের নিকটবর্ত্তী 'কেনা' গ্রামে মেরীর দূরসম্পর্কীয় একঘর কুটুম্ব বাস করিত। সেই সময়ে তাহাদের বাটীতে এক বিবাহ হয়। তাহারা সশিষ্য যিশু ও মেরীকে নিমন্ত্রণ করিল। যিশু নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ নিষেধ করিতেন না। তিনি সশিষ্য মাতার সহিত নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইলেন।

ইহুদীদের বিবাহের রীতি অনুসারে বরের কোন আত্মীয় বা বন্ধু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের পরিচর্য্যার জন্য অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাহার হস্তে বিবাহ-উৎসবের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদত্ত হয়। প্রথমে সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া অভ্যাগতগণকে সুরা দিয়া সম্মান করিতে হয়। নিমন্ত্রিতগণকে প্রদানের পূর্ব্বে প্রত্যেক দ্রব্যই অধ্যক্ষকে সামান্য পরিমাণে খাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

অধ্যক্ষের হিসাবের ভুলেই হৌক, অথবা লোক-সংখ্যা

অতিরিক্ত হওয়াতেই হোক, সুরার অনটন হইল। তখনও অনেকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বাকী ছিল, কিন্তু সুরা আর এক বিন্দুও ছিল না, সমস্তই ফুরাইয়া গিয়াছিল। নিমন্ত্রিতেরা ফিরিয়া গেলে ইহুদীদের রীতি অনুসারে কর্ম্মকর্ত্তাকে যাবজ্জীবন অত্যন্ত হেয়, অপমানিত ও নীচু হইয়া থাকিতে হইবে। সর্ব্বনাশ!—এক্ষণে উপায়?

মাতার মনের দৃঢ় ধারণা—পুত্র অমানুষিক শক্তিশালী। কুটুম্বের এই বিপদে বিচলিত হইয়া মেরী, পুত্রকে সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। সমস্ত শুনিয়া যিশু চাকরদিগকে হুকুম করিলেন— "জলের কলসী সকল জলপূর্ণ কর।"

চাকরেরা সমস্ত কলসী জলপূর্ণ করিয়া আনিলে, সেইগুলি অধ্যক্ষের নিকট দিবার জন্য তাহারা পুনরাদিষ্ট হইল। চাকরেরা কিছুই না বুঝিয়া আদেশ পালন করিল। অধ্যক্ষ সেই সকল কলসীর জল চাকিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সেই সকল কলসীর জলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। এত উৎকৃষ্ট সুরা সে জীবনে কখনও আস্বাদন করে নাই। গ্যালিলি প্রদেশের 'কেনা' গ্রামে, যিশু জীবনে প্রথম আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার গৌরব ঘোষিত হইল, শিষ্যগণ ও অন্যান্য অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিল।

এই ঘটনার পরে যিশু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার 'কপার-নিয়াম' নামক ক্ষুদ্র দেশে, তাঁহার শিষ্য 'সাইমন' জেলের বাটীতে

শান্তিতে বাস করিয়া আপন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সাইমন দরিদ্র মৎস্যজীবী। তাহার নিজের একখানি ছোট নৌকা ছিল। যিশু সেই নৌকায় উঠিয়া তীরে সমাগত দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ধীরে ধীরে আপন শান্তিরাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

জেরুজালেমে 'নব-জীবনের মহোৎসব' প্রতি বৎসরই হইত। তিনি কপার-নিয়ামে অবস্থানকালে সেই মহোৎসবের সময় উপস্থিত হইল। তিনি সেই ধর্ম্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য জেরুজালেমে গমন করিলেন।

রাজপথ হইতে আরম্ভ করিয়া জিহোভার মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত মেলার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে নানা রকম ব্যবসায়ী লোক এবং কসাইয়েরা আসিয়া দোকান খুলিয়া শঠতা-প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অত্যাচারে মন্দির কলুষিত করিতেছে। পুরোহিতদের লাভ ছিল বলিয়া কেহই নিষেধ করিত না। সুতরাং দিনে দিনে পাপের স্রোত বাড়িয়া চলিতেছিল।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যিশুর মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়াছিল। কিন্তু তখনও 'সময় হয় নাই' বলিয়া তিনি কিছুই বলেন নাই। এবারে এ-দৃশ্য তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি একহস্তে একগাছি দড়ির চাবুক লইয়া তাহাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"শীঘ্র পালাও; আমার পিতার মন্দির বাণিজ্য-ব্যাপারে কলুষিত করিও না।"

তাঁহার স্বরে এমন একটা অমানুষিক দৈব-শক্তির গাম্ভীর্য্য ছিল, বদনমণ্ডলে এমন অভূতপূর্ব্ব দেব-মহিমা প্রকটিত হইতেছিল যে, সকলেই মহাভয়ে শীঘ্রই সে-স্থান পরিত্যাগ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পতিত-উদ্ধার

এতদিন পর্য্যন্ত কেবল দরিদ্র মৎস্যজীবী ও নিম্নশ্রেণীস্থ দরিদ্র লোকই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছিল। এখন হইতে দুই-চারিজন করিয়া মধ্যবিত্ত ও ধনী আসিয়া জুটিতে লাগিল। 'নিকোডোমাস' নামক একজন বিশিষ্ট ধনী ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী রাত্রিকালে গোপনে আসিয়া যিশুর নিকট উপদেশ শুনিয়া অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার চক্ষু খুলিল। যিশুই শাস্ত্র-কথিত সেই 'ঈশ্বর-পুত্র' (অবতার) বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সেইখানে উৎসবান্তে বহু ব্যক্তিকে যিশু দীক্ষিত করিলেন; তৎপরে পুনরায় গ্যালিলি অভিমুখে চলিলেন।

জুডিয়া হইতে গ্যালিলি প্রদেশে যাইতে, মধ্যে 'সামারিয়া' দেশ। সামারিয়া দেশের লোকদিগকে ইহুদীরা অত্যন্ত ঘৃণা করে। উৎসব বা অন্য কোন কার্য্য উপলক্ষেও ইহুদীরা তাহাদিগকে কাছে ঘেঁসিতে দেয় না। এমন কি, তাহাদের দেশ মাড়াইলে বা ছায়া মাড়াইলে ইহুদীরা স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। কোথাও যাইতে হইলে—যদি সামারিয়া দেশ রাস্তায় পড়ে—তাহা হইলে, ইহুদীরা সে-পথ ছাড়িয়া অন্য দূর পথ দিয়া ঘুরিয়া যায়।

ইহুদীদের মধ্যে যদি কেহ সামারিয়ার উপর দিয়া যায়, কিংবা সে-দেশের কোন লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, তাহা হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হয়, নহিলে সে জাতেঠেলা 'একঘরে' হইয়া থাকে। সামারিয়া দেশের লোকেরাও ইহুদীদিগের এই অকারণ ঘৃণায় ও অন্যায়ে মর্ম্মপীড়িত হইয়া ইহুদী দেখিতে পারে না। তাহারাও ইহুদী দেখিলে রাগে ও ঘৃণায় তফাতে সরিয়া যায়।

জেরুজালেমের উৎসবান্তে সশিষ্য যিশু গ্যালিলি প্রদেশে যাইতে, এই পরিত্যক্ত, ঘৃণ্য, 'একঘরে' সামারিয়া দেশে উপস্থিত হইলেন। তখন বৈকাল। শিষ্যেরা খাদ্যদ্রব্য কিনিবার জন্য বাজারের দিকে গেল; তিনি নগর-মধ্যস্থ এক কূপের নিকট বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই সময় সেই দেশের জনৈক স্ত্রীলোক ঐ কূপ হইতে জল লইতে আসিল। যিশু পিপাসার্ত্ত হইয়া তাহার নিকট জল চাহিলেন। একজন ইহুদী তাহার নিকট জল চাহিতেছে দেখিয়া, স্ত্রীলোকটি ঘৃণা ও ক্রোধে "জল দিব না" বলিল। যিশু তাহাকে বলিলেন—"হায়, যদি তুমি ঈশ্বরের পরম করুণার কথা জ্ঞাত থাকিতে এবং কে তোমার কাছে জল চাহিতেছে চিনিতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি এখনই তাঁহার কাছে শান্তিজল চাহিতে। যে লোক তোমার ঐ জল পান করিবে, তাহার ত আবার পিপাসা হইবে, কিন্তু আমি যে জল

দান করিব, তাহা পান করিলে জীবনে কখনও আর পিপাসা থাকিবে না।"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার নিকট সেই শান্তিজল চাহিল। তখন যিশু তাহাকে তাহার আজীবনের পাপ-পুণ্যের কথা সমস্ত বলিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল—"আপনি কে? একমাত্র মেসায়া এই সকল কথা বলিতে পারেন।"

যিশু বলিলেন—"আমিই সেই মেসায়া।"

স্ত্রীলোকটির অগাধ বিশ্বাস জন্মিল। সে দেশময় উচ্চকণ্ঠে এই সংবাদ প্রচার করিল।

তখন সেই দেশশুদ্ধ পতিত সামারিয়ার লোক আসিয়া যিশুর পদতলে পড়িল। দুইদিন সেখানে থাকিয়া, তিনি সকলকে উপদেশ দিয়া—দীক্ষিত করিয়া, পতিত জাতিকে উদ্ধার করিলেন; তারপরে পুনরায় আপন দেশের দিকে যাত্রা করিলেন।

তখন দেশময় যিশুর নাম প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। সকলে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার জানিয়া পূজা করিতে লাগিল। দলে দলে কত অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির, পক্ষাঘাতগ্রস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কাহাকেও স্পর্শ দ্বারা, কাহাকেও বাক্য দ্বারা, কাহাকেও বা কেবল মাত্র নয়নের ইঙ্গিতে একবার চাহিয়াই আরাম করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহার এই

সকল অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক আসিয়া দীক্ষিত হইতে লাগিল।

যিশু যখন 'কেনা'য় অলৌকিক কার্য্য সকল করিতেছিলেন, তখন কপার-নিয়ামের একজন ধনীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই ধনী ব্যক্তি যিশুর আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে লইতে আসিল। যিশু ধনীর বাড়ীতে না গিয়াই বলিলেন—"ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমার পুত্র বাঁচিয়াছে।"

ধনী লোকটি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যু-শয্যাশায়ী পুত্রের নবজীবন দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

এইরূপে যিশুর গৌরব-গীতে দেশ প্লাবিত হইতে চলিল। তিনিও আপন গুণে, মহত্ত্বে, অমায়িকতায়, নম্রতায় এবং আশ্চর্য্য কার্য্যাবলীর দ্বারা ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।



নবম পরিচ্ছেদ

যিশুর উপদেশ

কিছুদিন পরে যিশু আপনার দেশ ন্যাজারেথে আসিলেন কিন্তু হায়, আপন দেশের লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

ইহুদীদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঈশ্বর ছয় দিনে পৃথিবী সৃজন করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাহারাও সপ্তাহে একদিন করিয়া বিশ্রাম করিত। সে-দিন তাহারা কোন কাজকর্ম্ম করিত না, কেবলমাত্র আমোদ-আহ্লাদ করিয়া কাটাইত। যিশু তাহাদের সেই বিশ্রাম-দিনে, মন্দিরে গিয়া, ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন এবং সেই বিশ্রামের দিনের জন্য পৃথক্‌রূপে কতকগুলি উপাসনার বিধান করিলেন।

ন্যাজারেথের মন্দিরেই তিনি সর্ব্বপ্রথম প্রচার ও শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ঈশ্বরের আত্মা আমার মধ্যে আসিয়াছে। তিনি আমাকে দরিদ্র-পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।"

সমবেত জনমণ্ডলী প্রথমে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল; তৎপরে ক্রমে ক্রমে রাগ করিয়া বলিল—"কি এত বড় স্পর্দ্ধা! ও জোসেফ্ ছুতারের পুত্র; ও কোন সাহসে অমন

কথা মুখে আনে? ওরূপ কথা একমাত্র মেসায়া বলিতে পারেন—অন্য কাহারও বলিবার অধিকার নাই।"

তখন তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যিশুকে মারিয়া ফেলিবার জন্য মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পার্ব্বত্য দেশে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি নিরাপদে 'গ্যালিলি হ্রদের' দিকে গমন করিলেন।

আপন দেশের বাহিরে সর্ব্বত্রই তাঁহার বিপুল নাম—প্রচুর সম্মান। তাঁহাকে দেখিয়াই—দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে-স্থান লোক-সমুদ্রে পরিণত হইয়া উঠিল।

যাহাতে সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং তাঁহার মুখ-নিঃসৃত অমিয়বাণী শুনিতে পায়, তজ্জন্য তিনি পার্শ্বস্থ এক পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করিলেন। তারপর তিনি তথা হইতে সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেরূপ মহত্তর উপদেশ তৎপূর্ব্বে ইহুদী দেশে আর কেহ কখনও দেয় নাই। সেই উপদেশগুলিই খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান ও মূল ভিত্তি।

"যাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র, যাহাদের মন নম্র, যাহারা আপন কার্য্যের জন্য অনুতাপ করে, যাহারা ধর্ম্ম-পিপাসু, যাহারা দয়াশীল, যাহারা শান্তি-স্থাপক—তাহারা সকলেই ধন্য। যাহারা ঈশ্বরের প্রেমে আত্মহারা হইয়া সহস্র অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তথাপি সেই পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করে না—

তাহারা ধন্য। সেই সকল লোকের জন্য পরমেশ্বর যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা মানুষ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।”

“যাহারা নিরহঙ্কার, দীনাত্মা—তাহারা স্বর্গরাজ্য পাইবে। শোকার্ত্তেরা সান্ত্বনা পাইবে। বিনয়ীরা পৃথিবীর আধিপত্য পাইবে, অর্থাৎ পৃথিবীর লোক তাহাদের অধীন হইবে। ধর্ম্ম-পিপাসুদের পিপাসা মিটিবে। দয়াবানেরা দয়া পাইবে। যাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র ও নির্ম্মল তাহারা ‘ঈশ্বরের সন্তান’ নামে কথিত হইবে।”

“তোমাদের মধ্যে যাহারা সংসারী তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিও না। তোমরা সংসারের আলোক-স্বরূপ হও—যেন সে আলোকে সকলেই সত্যপথ দেখিতে পায়।”

“ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা, লোভ প্রভৃতিকে কদাচ মনে স্থান দিবে না। তোমাদের হৃদয়ের প্রত্যেক চিন্তা যেন পবিত্র হয়।”

“তোমাদের শাস্ত্রে আছে—হত্যা করিও না—দণ্ড পাইবে। আমি বলিতেছি—ক্রোধমাত্র করিও না, তাহা হইলেই দণ্ডভাজন হইতে হইবে। কেহ কদাচ কোন প্রকার শপথ করিবে না। পাপে, কেহ কদাচ কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বী হইও না। যদি কেহ তোমার দক্ষিণগণ্ডে চপেটাঘাত করে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বামগণ্ড বাড়াইয়া দিবে। যে একখানি বস্ত্রের জন্য বিবাদ করে, তাহাকে তোমার অন্য বস্ত্রখানিও দিবে। যে জোর করিয়া তোমাকে একক্রোশ

লইয়া যাইতে চায়—তাহার সহিত আপন ইচ্ছায় দুইক্রোশ যাইবে। ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা দিবে, ঋণপ্রার্থীকে বিমুখ করিও না। তোমরা শুনিয়াছ—'শত্রুকে ঘৃণা ও মিত্রকে ভালবাসিতে হয়।' আমি বলিতেছি—'শত্রু ও মিত্র সকলকেই সমান ভালবাসার চক্ষে দেখিবে।' কেহ অভিশাপ দিলে—তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে; কেহ ঘৃণা করিলে, তাহার উপকার করিবে; যাহারা হিংসা ও অত্যাচার করে, ঈশ্বরের কাছে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিবে।"

"তোমরা সকলেই সেই এক পিতার সন্তান। সাধু-অসাধু, পুণ্যবান-পাপী—সকলকেই তাঁহার সূর্য্য সমানভাবে কিরণ দেয়। তাঁহার বৃষ্টি সকলের উপরেই সমানভাবে বর্ষিত হয়। ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা—প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি—তাহাতে মহত্ত্ব নাই—সে সকলেই করে।"

"অতএব সকলকে সমান চক্ষে দেখ—তোমাদের পিতার মত পূর্ণ হও।"

যিশুর অসংখ্য উপদেশের মধ্যে এই কয়টিই প্রধান।

দশম পরিচ্ছেদ

অলৌকিক কার্য্য

যিশু সকল সময়েই তাঁহার শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন না। কখন কখন তিনি নির্জ্জনে, পর্ব্বতে ও প্রান্তরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা, ধ্যান ও প্রার্থনায় কাটাইতেন। হ্রদের তীরে বহুলোক-সমাগম দেখিলে, তিনি মৎস্য-জীবীদের নৌকায় উঠিয়া শিক্ষাদান করিতেন।

তাঁহার প্রিয়শিষ্য সাইমনকে তিনি 'পিটার' নাম দিয়াছিলেন। তাহারা দুই ভাই একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় মৎস্য ধরিয়া ব্যবসা করিত। তাহাদের অন্য দুইজন অংশীদারও ছিল।

একদিন প্রাতে জেনিসারেথের হ্রদপ্রান্তে গিয়া যিশু দেখিলেন, পিটারেরা দুই ভাই জাল ধুইয়া তুলিয়া রাখিতেছে। সেইদিন তাহারা একটি মৎস্যও পায় নাই। যিশু তাহাদের নৌকায় উঠিয়া, সমস্ত অবগত হইলেন। তিনি পিটারকে বলিলেন—"নৌকা হ্রদের মধ্যে জাল ফেল।"

পিটার বলিল—তাহারা সমস্ত রাত্রি সেখানে জাল ফেলিয়াছে—কিন্তু মাছ পায় নাই, মাছ আর সেখানে নাই। তবু প্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য জাল ফেলিল।

কি আশ্চর্য্য !—জাল অতিশয় ভারী ঠেকিল, দুই ভাইয়ের পক্ষে টানিয়া উঠান কষ্টসাধ্য। অন্য নৌকায় তাহাদের অন্য অংশীদার দুইজন ছিল, তাহাদিগকেও ডাকা হইল। তখন সকলে মিলিয়া অতিকষ্টে জাল তুলিল। এত মাছ উঠিল যে, দুইটি নৌকা পূর্ণ হইয়া গেল—আর তিলধারণের স্থান রহিল না। মাছের ভারে নৌকা ডুবিয়া যায়! এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পিটারের মুখ শুকাইল, সে জোড়হাতে কাঁপিতে কাঁপিতে যিশুকে বলিল—"দোহাই প্রভু, আমি মহাপাপী, আমাকে পরিত্যাগ করুন।"

ঈষৎ হাসিয়া যিশু বলিলেন—"আইস, তোমাকে মানুষ ধরিবার ধীবর করিব।"

তাহারা দুই-ভাই সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যিশুর পিছনে পিছনে চলিল। তারপর যিশুর উপদেশে তাহারা সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণে ধর্ম্মের আলো জ্বালিয়া শান্তি দিতে লাগিল।

ইহুদীদের মধ্যে কুষ্ঠব্যাধি ভীষণ পাপের ও ভয়ের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ ব্যাধিগ্রস্তকে সকলেই ভয়ে পরিত্যাগ করিত। সেই লোককে লোকালয় ছাড়িয়া দূর প্রান্তর বা পর্ব্বত-গহ্বরে একাকী বাস করিতে হইত। এইরূপে আত্মীয়-পর সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সেই লোকের জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়িত।

ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্যক্তি কোনরূপে যিশুর আশ্চর্য্য

কার্য্যকলাপের বিষয় শুনিয়াছিল। সে অগাধ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া কোনও রকমে অতিকষ্টে তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল —"প্রভু, আপনি ইচ্ছা করিলেই আমাকে আরোগ্য করিতে পারেন।"

তাহার অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভর দেখিয়া যিশু সন্তুষ্ট হইলেন; তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"আমি ইচ্ছা করি, তুমি রোগমুক্ত হও।"

আশ্চর্য্য ঘটনা!—সে ব্যক্তি সেই মুহূর্ত্তেই নবীন দেহ প্রাপ্ত হইল।

একদিন একজন জন্মান্ধ আসিয়া যিশুকে বলিল—"প্রভু, দয়া করিয়া আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করুন। আপনি আদেশ করিলেই হইবে।"

যিশু তাহার চক্ষে আপন হস্ত বুলাইয়া বলিলেন—"তোমার আপন বিশ্বাস অনুযায়ী দৃষ্টিশক্তি লাভ কর।" সে ব্যক্তি নূতন দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল।

তৎপরে একজন ভূতগ্রস্ত বোবাকে সকলে মিলিয়া যিশুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার বাক্‌শক্তি না থাকিলেও চক্ষুর্দ্বয় হইতে ভীষণ তীব্র আলো বাহির হইতেছিল। তাহাকে দেখিলেই লোকে ভয়ে পলাইত—যেন সে খাইয়া ফেলিবে। অথচ সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অবশ—অক্ষম ছিল। যিশুর আজ্ঞামাত্রেই তাহার অভ্যন্তরস্থ দুষ্ট আত্মা পলাইল।

তখন সেই লোকটি সহজ মনুষ্যের মত বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সমবেত জনমণ্ডলী বড়ই চমৎকৃত হইয়া গেল। সকলেই একবাক্যে কহিল—"এ-দেশে এরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য কেহ কখনও সম্পন্ন করিতে পারে নাই। মানুষের পক্ষে ইহা অসম্ভব—ইনিই সেই 'মেসায়া'।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিশ্রাম-দিনে ধর্ম্মোপদেশ

ইহুদীদের মধ্যে 'বিশ্রামের দিন' অতি কঠোর নিয়মে প্রতিপালিত হইত। সপ্তাহের প্রতি শনিবার এই 'বিশ্রাম-দিন' ধার্য্য ছিল। শুক্রবার বেলা তিনটার পর হইতেই সকলকে সতর্ক হইতে হইত। রাজধানী জেরুজালেমের জিহোভা-মন্দির এবং প্রত্যেক নগর ও গ্রামস্থিত মন্দির (সিনাগোগ) হইতে তিনবার উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি হইত। সেই ঘণ্টাধ্বনি—বিশ্রাম-দিন প্রারম্ভের সঙ্কেত। সেই দিনে কেহ কোন ভালমন্দ কার্য্য করিতে পারিত না। কোন গৃহে অগ্নি জ্বালা হইত না, কেহ রন্ধন করিতে পারিত না—শুক্রবারের মধ্যাহ্নে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইত। কেহ কোনরূপ ভার বহন করিতে পাইত না; এমন কি, সকলেই আপন আপন জামার জেব শূন্য করিয়া ফেলিত। সামান্য একটি ছুঁচও কেহ বহন করিতে পাইত না।

অত্যন্ত কঠিন ব্যাধি হইলেও বিশ্রাম-দিনে কেহ চিকিৎসা করাইতে পারিত না। দৈবাৎ পড়িয়া গিয়া বা অন্য কোন কারণে কাহারও হাত-পা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা বাঁধিতে

পারিত না। কেহ জলে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইলেও তাহাকে তোলা হইত না। আগুন লাগিয়া গ্রাম ছাই হইয়া গেলেও একটি জিনিসও কেহ সরাইতে পারিত না। লোক মরিলেও সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। এমন কি, বিশ্রাম-দিনে শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিলে, কাহারও একটি হাত পর্য্যন্ত তুলিবার অধিকার ছিল না। সে-দিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই—মৃতের ন্যায়—নিষ্কর্ম্মা, স্থির, নির্জীব হইয়া থাকিতে হইত। নচেৎ আইনের শাসনে কঠোর শাস্তি পাইতে হইত। এইরূপ অদ্ভুত সংস্কার-বশে আইন বিধিবদ্ধ হইয়া ইহুদীদের বিশ্রাম-দিন—অতি কঠোর দিনে পরিণত হইয়াছিল।

জেরুজালেমের বেথ্‌সডা নামক স্থানে একটি স্বাভাবিক নির্ঝর ছিল। সময়ে সময়ে নির্ঝর হইতে এমন জল প্রবাহিত হইত যে, তাহাতে অবগাহন করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য হইত। তজ্জন্য সেই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে বহুবিধ রোগী আসিয়া রোগমুক্তির আশায় অপেক্ষা করিত।

একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী আটত্রিশ বৎসর ধরিয়া তথায় পড়িয়া ছিল। তাহার এমন কেহ সহায় ছিল না যে, নির্ঝরের জল প্রবাহিত হইলে, তাহাকে তুলিয়া লইয়া স্নান করাইয়া দেয়। জলও সর্ব্বদা বহিত না, মাঝে মাঝে হঠাৎ আসিয়া পড়িত। এই আটত্রিশ বৎসরে তাহার চোখের উপরে শত শত রোগী স্নান করিয়া আরোগ্য হইয়া গেল। অসমর্থ সে—

কি করিবে ? তথাপি, যদি কখনও কোন দয়ালু ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া দেয়, সেই ক্ষীণ আশায় বুক বাঁধিয়া সেখানে পড়িয়া ছিল।

একদিন প্রাতঃকালে সহসা কে তাহাকে বলিল—"তুমি কি আরোগ্য লাভ করিতে চাও ?"

হায় ! কে এমন দয়ালু যে এই আটত্রিশ বৎসর পরে তাহাকে তুলিয়া লইয়া স্নান করাইয়া দিবে ! সে নিরাশ-হৃদয়ে সজল-নয়নে কহিল—"মহাশয়, আমার এমন কেহই নাই যে আমাকে তুলিয়া লইয়া স্নান করাইয়া দেয়।"

যিশু সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"উঠ, তোমার বিছানা তুলিয়া লইয়া আপন বাড়ীতে যাও।"

যিশুর স্পর্শ ও বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ব্যাধি পলাইল, দেহে অপূর্ব্ব শক্তি অনুভূত হইল ! সে নবশরীর লাভ করিয়া মহানন্দে আপন গৃহে চলিয়া গেল। সকলেই তাহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। সে তখন একবাক্যে যিশুর মহিমা প্রচার করিতে লাগিল।

সে-দিন বিশ্রামের দিন ছিল—সুতরাং ইহুদীদের আইনমতে সে-দিন একার্য্য করিয়া যিশু মহা অপরাধী হইলেন। তাই আইন-ব্যবসায়ীরা আপনাদের ক্ষমতা ও আধিপত্য নাশের ভয়ে তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। যিশুকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা দল বাঁধিয়া নানারূপ ষড়যন্ত্র

করিতে লাগিল ; চতুর্দ্দিকে যিশুর নামে নানারূপ মিথ্যা অপবাদের প্রচার করিতে লাগিল।

শত সহস্র দীন-দরিদ্র—শত সহস্র পাপী-তাপী প্রতিদিন যিশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল ; কেবল ধনী ও ক্ষমতাশালীরা তাঁহার প্রাণবধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

যিশু সে-স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রিয় জেনিসারেথ হ্রদের দিকে চলিলেন—লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অনুগমন করিল।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিশ্রাম-দিনের যথার্থ অর্থ

অন্য এক বিশ্রাম-দিনে যিশু তাঁহার শিষ্যদল সমভিব্যাহারে এক শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতেছিলেন। শস্যসকল পরিপক্ক হইয়া বায়ুভরে দুলিতেছিল। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত শিষ্যগণকে যিশু সেই শস্য খাইতে আদেশ করিলেন। তাহারা বিশ্রাম-দিনে সেই শস্য ছিঁড়িয়া খাইল।

এই সংবাদ প্রচারিত হইলে দেশময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অন্য দিনে এরূপ খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল না; কিন্তু বিশ্রাম-দিনে ক্ষুধায় মরিয়া গেলেও এরূপ শস্য তুলিয়া খাওয়া নিষেধ।

তখন রাজ্যের লোকেরা ক্রোধে অন্ধ হইল। যিশু বিশ্রাম-দিনে রোগী আরোগ্য করেন, মন্দিরে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন, যদৃচ্ছা গমনাগমন করেন, শস্য তুলিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন—সুতরাং তিনি মহা অপরাধী। অথচ যিশুর সম্প্রদায়ে প্রতিদিনই সহস্র সহস্র লোক বাড়িতেছে, সুতরাং তাহাদের ক্ষমতা দিন দিনই লোপ পাইতেছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকজন গিয়া যিশুর নিকট এই সকল কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিল।

যিশু তখন সমবেত লক্ষ লক্ষ জনমণ্ডলীর মধ্যে, তাহাদেরই আইন ও ইতিহাসে বর্ণিত 'বিশ্রাম-দিনের' যথার্থ অর্থ তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। বিশ্রাম-দিনে সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই সৎকার্য্য অনুষ্ঠেয়। সে-দিন ঈশ্বরোপাসনা ও দান-ধ্যানের দিন এবং প্রাণরক্ষার জন্য সে-দিন সকল কার্য্যই বিধেয়।

কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী!' তাহারা তর্কে পরাজিত হইলেও এবং মনে মনে বুঝিলেও কার্য্যে কিছুই বুঝিল না। যাহাতে যিশু বিশ্রাম-দিনে এইরূপ আরও অপকর্ম্ম করেন এবং যাহাতে তাহারা যিশুর বিরুদ্ধে আরও অধিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে মনের ভাব গোপন করিয়া, তাহারা এক ব্যক্তিকে যিশুর নিকট অগ্রসর হইতে কহিল। সে ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত পচিয়া বহুদিন হইতে অতি ক্ষুদ্র ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সে তাহা আরোগ্য করিবার আশাতেই তাঁহার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারে নাই।

যিশু বদমায়েসদের মনোভাব অবগত হইয়া ঈষৎ হাসিলেন; পরে সেই ব্যক্তিকে বলিলেন—"হাত বাড়াও।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার হস্ত স্বাভাবিক ও কর্ম্মঠ হইল। দুর্জ্জনেরা মনে মনে গর্জ্জন করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

যিশু তখন সেই সমবেত জনমণ্ডলী লইয়া এক পর্ব্বতগাত্রে

উঠিলেন। নিম্নে ক্রোশ ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, তাঁহার অমিয়মাখা কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

সেই সময়ে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, তিনি আর এক মুহূর্ত্তও বিরাম পাইতেন না। কোথাও গিয়া পলাইয়াও তাঁহার নিষ্কৃতি ছিল না। কি দিন, কি রাত্রি তিনি যখন যেখানে যাইতেন—দেশের দূরদূরান্ত হইতে লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়িয়া মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিত। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন :—

"কখনও লোক দেখাইয়া দান করিও না, এমন কি তোমাদের বাম হস্ত যেন জানিতে না পারে যে, দক্ষিণ হস্ত কি দিল।"

"লোক দেখাইবার জন্য বা নামের জন্য—রাজপথে, ধর্ম্মগৃহে বা প্রকাশ্য স্থানে উপাসনা করিও না। নিজকক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া উপাসনা করিবে।"

"উপাসনাকালে এক কথার বারংবার পুনরুক্তি করিও না। তোমাদের চাহিবার পূর্ব্বেই ঈশ্বর জানেন কি তোমাদের অভাব।"

"এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে—'হে স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র। স্বর্গের ন্যায় এখানেও তোমার সুখের রাজ্য হউক। স্বর্গের ন্যায় মর্ত্ত্যেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদের অদ্যকার আহার প্রদান কর। আমরা যেমন

আমাদের দীনহীন ঋণীদিগকে ক্ষমা করি, তুমিও সেইরূপ আমাদের ঋণ ও পাপ ক্ষমা কর—আমাদিগকে কখনও লোভে ফেলিও না। আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর। তোমার রাজ্য চিরদিনই গৌরবান্বিত হউক'।"

"কাহারও দোষ লইও না—সকলকেই ক্ষমা করিবে।"

"উপবাস করিয়া, ভণ্ডদের মত, শুষ্কমুখে তাহা প্রকাশ করিও না, অতি গোপনে স্বর্গীয় পিতার নামে উপবাস করিবে। মুখ প্রক্ষালন ও মার্জ্জন করিবে, মুখ দেখিয়া যেন কেহ জানিতে না পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ।"

"পৃথিবীতে অর্থ সঞ্চয় করিও না। কল্য কি খাইবে ভাবিও না, সরল বিশ্বাসে তাঁহার উপর ঐকান্তিক নির্ভর রাখিবে। দয়াময় আপনিই তোমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন।"

এইরূপ নানাবিধ মধুমাখা সরল উপদেশ দিয়া যিশু পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

বহুদিন যাবৎ প্রাণাধিক পুত্রকে না দেখিয়া—মেরী তাঁহার আত্মীয়বর্গের সহিত পুত্রকে দেখিতে আসিলেন; কিন্তু তখন সেখানে লোকের সমুদ্র! তিনি জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কতকগুলি শত্রুভাবাপন্ন লোকও যিশুর বিরুদ্ধে অধিকতর প্রমাণ সংগ্রহের নিমিত্ত সেই জনতার মধ্যে মিশিয়াছিল।

যিশুর উপদেশ-দান থামিলে, কতকগুলি লোক একটি মূক,

অন্ধ ও ভূতগ্রস্তকে তাঁহার সম্মুখে আনিল। যিশু তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে আরোগ্য করিলেন। ভূত পলাইল, সেই ব্যক্তি একসঙ্গেই দৃষ্টি ও বাক্‌শক্তি লাভ করিল! ইহা দেখিয়া লোকের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল। সকলেই উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিল—"এই সে অবতার (মেসায়া) খৃষ্ট।"

এই ব্যাপারে শত্রুপক্ষেরা একটা সুযোগ পাইল। তাহারা মনের ভাব গোপন রাখিয়া সকলের মন ভাঙ্গাইতে লাগিল। তাহারা উচ্চকণ্ঠে বলিল—"ও ব্যক্তি ঐশ্বরিক শক্তিশালী সত্য ; কিন্তু অবতার নহে—ও ভূতের ওঝা।" কিন্তু কেহই তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল না।

সেই সময়ে কতিপয় লোক অতিকষ্টে ভিড় ঠেলিয়া যিশুর নিকট আসিয়া জানাইল—তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ অপেক্ষা করিতেছে।

যিশু বলিলেন—"আমার মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ কাহারা ?" তৎপরে শিষ্যদিগকে দেখাইয়া তিনি বলিলেন—"ইহারাই আমার সব। যাহারা আমার স্বর্গীয় পিতার কার্য্য সম্পন্ন করে ও আদেশ পালন করে, তাহারাই আমার মাতা, তাহারাই আমার ভ্রাতা এবং তাহারাই আমার বন্ধু।"

এই ঘটনার পর যিশু ন্যাজারেথে শেষবার গিয়া কয়দিন মাতার নিকট অবস্থান করিলেন। ছয়দিন পরে বিশ্রাম-দিন উপস্থিত হইলে তিনি আবার সেখানকার মন্দিরে (সিনাগোগ)

গিয়া ধর্ম্ম প্রচারে প্রস্তুত হইলেন। তখন তাঁহার স্বদেশবাসীরা আবার তাঁহাকে তাড়াইয়া দেশের বাহির করিয়া দিল। তখন তিনি গ্যালিলি হ্রদের তীরে চলিয়া আসিলেন।

বহু সহস্র লোক তথায় সমবেত হইল। তিনি সকলকে উপদেশ ও শিক্ষা দান করিয়া সেই হ্রদ পার হইলেন এবং পরে তাহার পূর্ব্ব-সীমান্তবর্ত্তী দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার নৌকায় এবং অন্যান্য নৌকাতেও বহু লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধের মত চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মৃতদেহে জীবনদান

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নৌকার উপর যিশু ঘুমাইয়া পড়িলেন। হ্রদের স্থির, শান্ত, নীল জলের উপর দিয়া নৌকা হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল।

অর্দ্ধেক পথ যাইতেই সহসা ভয়ানক তুফান উঠিল। বৃক্ষের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিয়া নৌকাগুলিকে প্রতি মুহূর্ত্তে অতলে ডুবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঢেউয়ের গুরুগম্ভীর শব্দ ও তুফানের ভীষণ গর্জ্জনে কানে তালা ধরিল। নাবিকেরা শত চেষ্টাতেও নৌকা ঠিক রাখিতে পারিতেছিল না। যিশু তখন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন।

এইরূপে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইয়া শিষ্যেরা ঝড়ের কথা যিশুকে জানাইল। যিশু প্রকৃতিকে ধমকাইয়া বলিলেন—"শান্ত হও।" তুফান তৎক্ষণাৎ কোথায় লুকাইল! তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ সেই বিশাল বারিধি আবার তদ্দণ্ডেই শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। সঙ্গীয় লোকগণ এই অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইল; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—"এই ত

সাক্ষাৎ ঈশ্বর, নচেৎ সমুদ্র ও বায়ু আর কার আদেশ শুনিয়া স্তব্ধ হয় ?”

নৌকা পরপারে উপনীত হইলে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। এক ভীষণাকৃতি ভূতগ্রস্ত পাগল সেই হ্রদতীরে এক কবরের মধ্যে থাকিত। সে বহু লোকের অনিষ্ট করিয়াছে, তজ্জন্য দেশবাসী সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। বহু লোক মিলিয়া কয়েকবার ঐখানে তাহাকে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কে জানে—কি এক অদৃশ্য শক্তিবলে—প্রতিবারেই সে শিকল ভাঙ্গিয়া ফেলিত !

যিশুকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া সে সহসা দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া বলিল—“হে সর্ব্বশক্তিমান মহিমান্বিত ঈশ্বর-পুত্র যিশু, আমরা আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আমাদিগকে তাড়াইবেন না।”

যিশু বলিলেন—“ও ব্যক্তিকে ছাড়িয়া বাহির হও।”

দুষ্ট প্রেতাত্মা তখন তাহাকে মুক্তি দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যিশুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যিশু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—“আমি একক নহি, অনেকগুলি একত্রে আছি।”

অদূরে পর্ব্বতোপরি প্রায় সহস্রাধিক মেষ চরিতেছিল। যিশু সেইগুলিকে দেখাইয়া বলিতেন—“তোমরা উহাদের মধ্যে আশ্রয় লও।”

তখনই প্রেতাত্মা অদৃশ্য হইল এবং পরমুহূর্ত্তেই সেই পশুদল দৌড়িয়া গিয়া হ্রদগর্ভে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মুহূর্ত্তে এই ঘটনা দেশময় রাষ্ট্র হইলে, দেশবাসী সকলে মহাভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে যিশুর নিকটে আসিয়া বলিল—"হে মহাত্মন্, দয়া করিয়া আপনি আমাদের দেশ হইতে প্রস্থান করুন।"

কাহারও অনভিপ্রায়ে তাহাকে জোর করিয়া যিশু আপনার দলে আনিতেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি সে-স্থান ত্যাগ করিয়া গ্যালিলি অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এপারে বহু লোক তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। তন্মধ্যে 'জেরাস' নামে এক ক্ষমতাবান মহাধনী ও মানী ব্যক্তি, ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গৃহে তাহার দ্বাদশ বর্ষীয়া একমাত্র কন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। সে তজ্জন্য যিশুকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল।

শ্রবণমাত্রেই যিশু তাহার সহিত গমন করিলেন। যিশু যখন সেই বাটীতে পৌঁছিলেন—তখন কন্যাটি মরিয়া গিয়াছে। সকলেই নিরাশ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আর প্রভুর আগমনে ফল কি?—বালিকা মরিয়া গিয়াছে।"

যিশু সকলকে কাঁদিতে নিষেধ করিয়া, কন্যার পিতা-মাতাকে সঙ্গে লইয়া মৃতার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তৎক্ষণাৎ, সেই কন্যা নিদ্রোত্থিতার

ন্যায় চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিয়া সুস্থশরীরে সম্মুখে দাঁড়াইল।

গৃহময় আবার আনন্দধ্বনি উঠিল। খৃষ্টের জয়নাদে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা-প্রদান

ইহুদীদের দেশে নিমন্ত্রণের ব্যাপার চমৎকার। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে মধ্যাহ্ন সময়ে খাইতে যাইতে হইত। তাহারা উপস্থিত হইলে বাটীর কর্ত্তা প্রত্যেকের পা ধোয়াইয়া, মস্তকে তৈল ও গন্ধদ্রব্য দিয়া, তৎপরে গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিত।

একটি বিস্তৃত ঘরে বড় টেবিল পড়িত, তাহার তিনদিকে ছোট ছোট কোচ দিয়া সাজাইতে হইত। নিমন্ত্রিতেরা তাহার উপর, বামদিক চাপিয়া অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় বাম হাতের উপর বাম গণ্ড রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আহার করিত। তাহাদের হাঁটু পর্য্যন্ত কৌচের উপর স্থান পাইত, পা-গুলি বাহিরে ঝুলিত।

যিশুখৃষ্টের নাম-ডাক শুনিয়া ও ক্ষমতা দেখিয়া 'সাইমন্' নামক একজন ঈর্ষ্যান্বিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিল। যিশু মুখ দেখিয়া বা কথা শুনিয়াই লোকের মনের কথা জানিতে পারিতেন। তিনি সাইমনের মনোভাব জানিয়াও, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে তাহার বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

সাইমন ইচ্ছা করিয়াই, অন্যান্য অভ্যাগতের ন্যায়, যিশুর পা ধোয়াইয়া মস্তকে তৈল দিয়া, বা মুখ চুম্বন করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল না সে কেবলমাত্র অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তাঁহার বসিবার স্থান দেখাইয়া দিল। যিশুও খাইতে বসিলেন।

সাইমনের বাটীর নিকটে একজন হীন-চরিত্রা পাপী রমণী বাস করিত। সে আপন পাপকার্য্যের জন্য বহুদিন হইতেই অনুতপ্ত হইয়াছিল। যিশুর শরণ লইবার ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলেও—পাছে পাপী বলিয়া যিশু তাড়াইয়া দেন—সেই ভয়ে সে এতদিন তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করে নাই। সাইমনের বাটীতে যিশুর এইরূপ অবমাননা দেখিয়া স্ত্রীলোকটি নিজ চক্ষুজলে তাঁহার পা ধোয়াইয়া আপন কেশদামে মুছাইয়া দিল; তারপর তাহার নিজের একটি বাক্স হইতে সুগন্ধি দ্রব্য বাহির করিয়া তাঁহার চরণযুগল রঞ্জিত করিল। তৎপরে সেই পদযুগল চুম্বনপূর্ব্বক আপন শিরোদেশে ধরিয়া স্ত্রীলোকটি রোদন ও অনুতাপ করিতে লাগিল। যিশু তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিলেন না।

যিশু সাইমনের মনোভাব অবগত হইয়া, অগ্রেই বলিলেন—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও। এক মহাজনের দুইজন খাতক ছিল। একজন পাঁচশত ও অপর জন পঞ্চাশ টাকা ধারিত। যখন তাহারা কিছুতেই পরিশোধ করিতে

পারিল না, মহাজন উভয়কেই ক্ষমা করিলেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে তাঁহাকে অধিক ভালবাসিবে?”

এই প্রশ্নের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া সাইমন বলিল—“যাহাকে অধিক ক্ষমা করা হইল।”

যিশু বলিলেন—“ঠিক কথা।” তৎপরে হাত দিয়া স্ত্রীলোকটিকে দেখাইয়া যিশু বলিলেন—“ঐ স্ত্রীলোককে দেখিতেছ? ও মহাপাপী। নিমন্ত্রিত হইয়া তোমার বাটীতে আসিলেও তুমি আমার পা ধোয়াইলে না—ও চক্ষের জলে ধোয়াইল, আপন চুলে মোছাইল। তুমি আমার মাথায় তৈল দিলে না—ও আমার পায়ে সুগন্ধি দ্রব্য মাখাইল। তুমি আমাকে চুম্বন করিলে না—ও অনবরত আমার পদ-চুম্বন করিতেছে। তজ্জন্য, ও মহাপাপী হইলেও উহার রাশি রাশি পাপ মার্জ্জনা করা হইল—কারণ ও আমাকে অধিক ভালবাসে। আর যে কম ভালবাসে—সে কম ক্ষমা পাইবে।”

তখন যিশুর বদনমণ্ডল হইতে এক স্বর্গীয় ভাতি বাহির হইতেছিল।

সাইমন ও তাহার অপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ অবাক্ হইয়া গেল! তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনাদের মধ্যে বলিতে লাগিল—“কে এ মহাত্মা—পাপীর পাপ ক্ষমা করিয়া পরিত্রাণ করেন? তবে যিশুখৃষ্ট কি যথার্থই সেই মেসায়া?”

তখন যিশু উঠিয়া স্ত্রীলোকটির দিকে অগ্রসর হইয়া

বলিলেন—"তোমার মনের বিশ্বাস ও অনুতাপ তোমাকে রক্ষা করিল, যাও—শান্তিলাভ কর।"

ধনগর্ব্বিত অভিজাতদিগকে যিশু এই শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, যাহারা নিজেদের পাপ জানিয়াও অনুতপ্ত হয় না, তাহাদের পরিণাম, অনুতাপকারী মহাপাপী অপেক্ষাও ভয়াবহ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম-প্রচার

দ্বাদশজন প্রিয় শিষ্যকে, যিশু দুই দুইজন হিসাবে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া, গ্যালিলি প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্যে পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন যিশু কিছুকাল নির্জ্জনে বিশ্রাম করিবার জন্য বেথ্‌সেডা প্রদেশের নিকটবর্ত্তী মরুপ্রান্তরে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্রামসুখ ছিল না। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

তাহাদিগকে দেখিয়া যিশু রাগ করিলেন না, তাঁহার মনে দয়া হইল। তিনি সেইখানেই তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা হইল—তথাপি বিরাম নাই। সমবেত জনসঙ্ঘ সারাদিন জলস্পর্শ করে নাই, মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বচন-সুধা পান করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া ছিল। সন্ধ্যা হইল—সম্মুখে ভীষণ মরুপ্রান্তর। তথাপি কাহারও সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তখনও সকলে তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রিয় শিষ্য পিটার বলিল—"প্রভু, রাত্রি আগত, সম্মুখে ভীষণ মরুপ্রান্তর—পাঁচ হাজার লোকের সকলেই উপবাসী—ইহারা কি করিবে ?"

যিশু বলিলেন—"তোমরা ইহাদিগকে ভোজন করাও।"

শিষ্যেরা প্রভুর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। তাহারা রাত্রিকালে মরুভূমিতে পাঁচহাজার লোককে কি খাওয়াইবে ?

যিশু তাহাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"ছিঃ স্বল্প-বিশ্বাসী মানুষ !"

তৎপর যিশুর আদেশে শিষ্যেরা জনমণ্ডলীর কাহার কাছে কি আছে অনুসন্ধান করিতে গেল। হায় ! সকলেই আহার-নিদ্রা, পরিশ্রম ভুলিয়া মুগ্ধের ন্যায় চলিয়া আসিয়াছে—কেহই কিছু সঙ্গে আনে নাই। বহু অন্বেষণে এক বালকের নিকট পাঁচখানি মাত্র রুটি ও দুইটি ক্ষুদ্র মৎস্য মিলিল। আর কাহারও নিকট কিছুই ছিল না।

যিশু তখন সেই বালকের নিকট হইতে সেই রুটি পাঁচখানি ও মৎস্য দুইটি চাহিয়া লইলেন। আদেশক্রমে শিষ্যেরা সেই পাঁচ সহস্র লোককে সেই প্রান্তরমধ্যে দলে দলে বসাইল। যিশু সেই রুটি ও মৎস্য খণ্ড খণ্ড করিয়া শিষ্যদের হস্তে দিলেন—শিষ্যেরা সকলকে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিল। যখন সকলের পরিতৃপ্তরূপে ভোজন শেষ হইয়া গেল—তখনও বিস্তর রুটি ও মৎস্য উদ্বৃত্ত রহিল।

সকল লোক চমৎকৃত হইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ইনিই সেই শাস্ত্রকথিত মেসায়া (অবতার)। অন্যে কখনও এরূপ কার্য্য করিতে পারে না। ইঁহাকে আমরা রাজা করিব। ইনি স্বীকার না করিলেও জোর করিয়া ইঁহাকে মাথায় তুলিয়া লইব—সিংহাসনে বসাইব। ইনিই ইহুদীদের প্রকৃত রাজা। 'হেরড্ এ্যান্টিপাসকে' এখনই আমরা সিংহাসন হইতে নামাইব।"

ঘোড়া

মান্না রুটি

সেই উত্তেজিত জনসঙ্ঘের মনোভাব অবগত হইয়া, যিশু তৎক্ষণাৎ কঠোরস্বরে তাহাদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন এবং শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে সেইখানে একাকী রাখিয়া; তাহারা নৌকাযোগে আবার 'কপারনিয়ামে' ফিরিয়া যাউক।

যিশুকে রাজা করিবার ইচ্ছা জনসঙ্ঘের মনে ঐকান্তিক প্রবল হইলেও, তাঁহার এমনই শক্তি ছিল যে, তাঁহার আদেশ কেহই অমান্য করিতে পারিল না। সকলেই ভগ্নমনে কপারনিয়াম অভিমুখে ফিরিল। শিষ্যেরা কেবল নৌকারোহণে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যিশু একাকী সেইখানে পরিত্যক্ত হইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতে উঠিয়া প্রার্থনায় মগ্ন হইলেন।

শিষ্যদের এবার বড় কষ্ট হইল। নৌকারোহণে ফরিয়া যাইতে যাইতে তাহাদের প্রাণ উদাস হইয়া উঠিল। যিশু সঙ্গে নাই—তাহারা দশদিক্ শূন্য দেখিল, তাহাদের প্রাণের ভিতর হাহাকার উঠিল। কি করিবে? ক্ষুণ্ণমনে নীরবে তাহারা প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিল।

সহসা বিষম তুফান উঠিল। প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানিকে ভয়ানক আছড়াইতে লাগিল। রজনীর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন। তথাপি সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দূরে পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গের চূড়ায় তূলার ন্যায় শুভ্র ফেনরাশি দৃষ্ট হইতেছিল। সেই অন্ধকার সাগরবক্ষে সে-দৃশ্য অতি ভয়াবহ। পূর্ব্ববারে তাহারা প্রভুর সঙ্গে ছিল, এবার তাহারা অনাথ, একক। কে রক্ষা করিবে—এবার প্রাণনাশ নিশ্চিত!

প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষুদ্র নৌকাখানি জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইতেছিল। তখন সকলে প্রাণভয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"কোথায় আছ প্রভু! আমরা মরি—রক্ষা কর।"

সহসা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সেই উত্তাল তরঙ্গসংক্ষুব্ধ প্রচণ্ড সাগরবক্ষে ভীষণ তুফান উপেক্ষা করিয়া, নৈশ অন্ধকারে মিশিয়া কে একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ অবাধে হাঁটিয়া তাহাদের নৌকার অভিমুখে আসিতেছে! সকলেই তাহাকে প্রেতযোনি মনে করিয়া ভীত হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের চিরপরিচিত প্রভুর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। সকলেই চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া রহিল—যিশুই সাগরবক্ষে অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন! যিশু নৌকায় পা দিতেই তুফান থামিয়া গেল—সমুদ্র স্থির হইল!

প্রাতঃকালে কপার-নিয়ামে আসিতেই এক মহা বিপত্তি আরম্ভ হইল। রাত্রে যিশুর নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়া যে

পাঁচ সহস্র লোক কপার-নিয়ামে ফিরিয়াছিল তাহারা তাহাদিগের ভোজনের অত্যদ্ভুত ব্যাপার রাত্রিমধ্যেই দেশময় রাষ্ট্র করিয়াছিল। এক্ষণে আরও বহু লোক তাহাদের সঙ্গে জুটিল। তাহারা বলিল—"আমরা ত ওই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি আমাদিগকে অন্য প্রমাণ দিউন যে, তিনি ঈশ্বর-পুত্র, স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে স্বর্গের রুটি (মান্না) আনাইয়া ভোজন করান—আমরা তাঁহাকে রাজা করিব।"

যাহারা ইতিপূর্ব্বে ভোজন করিয়া আসিয়াছিল, সেই পাঁচ হাজার লোকও স্বর্গীয় দেবভোগ (মান্না রুটি) খাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। পাঁচখানি রুটিদ্বারা পাঁচ হাজার লোক খাওয়ান তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—নিজেরাই খাইয়া আসিয়াছে। সুতরাং মান্না রুটি আনিয়া খাওয়ান যে যিশুর পক্ষে আদৌ কঠিন কার্য্য নহে তাহা তাহারা জানিত এবং চাহিলেই যে করুণাময় যিশু তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তাহাও তাহাদের বিশ্বাস হইল।

তখন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া সেই বিপুল জনমণ্ডলী মান্না রুটি খাইবার লোভে যিশুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের আর কোন-কিছুর প্রতি দৃষ্টি বা লক্ষ্য রহিল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় 'মান্না রুটি, মান্না রুটি' করিতে লাগিল।

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দেবাদেশ

যিশু যখন কিছুতেই মান্না রুটি খাওয়াইয়া তাহাদের রাজা হইতে রাজী হইলেন না, তখন সেই অকৃতজ্ঞ জনসঙ্ঘ নিরাশ হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল—এমন কি তাঁহার প্রিয় শিষ্যেরাও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। তিনি করুণস্বরে শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরাও কি অন্য সকলের মত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ?"

পিটার বলিল—"আমরা দ্বাদশজন আপনাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব প্রভু ? আমরা নিশ্চিত জানিয়াছি—আপনিই ঈশ্বর-পুত্র—অবতার খৃষ্ট।"

যিশু বলিলেন—"আমি তোমাদের দ্বাদশজনকে বাছিয়া লইয়াছি, কিন্তু ইহার মধ্যে একজন সয়তান আছে। সে-ই আমার মৃত্যুর কারণ হইবে।"

যিশুর কথা শুনিয়া সকলে সভয়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

যিশুর তিন বৎসরের গ্যালিলির রাজত্ব ফুরাইয়া আসিল। ফরিশি ওমরাহ, পুরোহিতদল এবং আইনজ্ঞেরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিনাশের মন্ত্রণা করিতেছিল। এক্ষণে অকৃতজ্ঞ জনসাধারণ মান্না রুটি খাইতে না পাইয়া এবং তাঁহাকে রাজা করিতে না পারিয়া, ব্যথিতহৃদয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি বুঝিলেন—তাঁহার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। অতএব, তাঁহার দ্বাদশজন শিষ্যকে তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রচারকার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া 'হার্‌মন্‌' পর্ব্বতের নিম্নে অবস্থান করিলেন। সমস্ত প্যালেস্‌টাইনের মধ্যে সেই স্থানের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

সেই মনোরম নির্জ্জন প্রকৃতির ক্রোড়ে যিশু সর্ব্বপ্রথম শিষ্যদের নিকট ক্রুশে আপনার আগত মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিষয় ব্যক্ত করিলেন। শিষ্যেরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইল।

তখন তিনি পিটার, জন্‌ ও জেম্‌স্‌ নামক শিষ্যত্রয়কে সঙ্গে লইয়া সহস্রাধিক ফুট উচ্চ সেই পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলেন। অন্য নয়জন নিম্নে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পর্ব্বতের শিখরদেশ বরফাচ্ছন্ন—আকাশের সঙ্গে মিশিয়াছে। সেইখানে উঠিয়া যিশু প্রার্থনায় মগ্ন হইলেন। শিষ্যত্রয় মোহাচ্ছন্নবৎ নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা স্বর্গ হইতে এক দিব্য আলোক নামিয়া যিশুর চতুর্দ্দিক ঘিরিল। সে আলোক সূর্য্যের নহে—চন্দ্রের নহে—

নক্ষত্রের নহে—অগ্নির নহে; সে আলোক অতি স্নিগ্ধ অথচ অত্যন্ত উজ্জ্বল। শিষ্যত্রয়ের নয়ন ধাঁধিয়া গেল। তাহারা দেখিল—সেই আলোকে স্বর্গ হইতে দুই সিদ্ধাত্মা, মোসেস ও এলিয়াস নামিয়া আসিয়া যিশুর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। যিশু সত্বর জেরুজালেমে গমন ও তাঁহার ভাবী মৃত্যুর কথা তাঁহাদিগকে বলিতেছেন।

শিষ্যত্রয় মহাভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রণাম করিল। তখনই একখণ্ড কৃষ্ণ-মেঘ সেই অপূর্ব্ব আলোকরাশি ঢাকিয়া ফেলিল। সিদ্ধাত্মা দুইজনকে আর দৃষ্ট হইল না। তখন সেই মেঘমধ্য হইতে মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে কে বলিল—“এই আমার প্রিয়তম পুত্র, ইহার উপর আমি বড় প্রীত, তোমরা ইহার অনুগত হও।”

মৃত্যুর পর যিশু যতদিন না পুনরুত্থিত হন, ততদিন পর্য্যন্ত কাহারও নিকটে একথা প্রকাশ করিতে তিনি শিষ্যত্রয়কে নিষেধ করিয়া দিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

আবার জেরুজালেমে বাৎসরিক 'নব-জীবনের উৎসবের' দিন আসিল। যিশু স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য জীবনে শেষবারের মত জেরুজালেম অভিমুখে চলিলেন; তাঁহার যন্ত্রণাময় মৃত্যুতে শিষ্যগণকে. ধৈর্য্য ধারণের জন্য সর্ব্বদাই নানারূপ শিক্ষা ও উপদেশ দান করিতে লাগিলেন।

জেরুজালেমের পার্শ্বেই বৃহৎ পর্ব্বতমালা। তাহারই গাত্রোপরি সহর নির্ম্মিত। সহর হইতে অল্পদূরে পর্ব্বতের একাংশের নাম 'জলপাই-পর্ব্বত'। সেই স্থান জলপাই বৃক্ষসমূহে ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ ও পুষ্পে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। স্থানটি বড় নির্জ্জন, শান্তিময় ও আরামপ্রদ।

সশিষ্য যিশু সেই স্থানে আশ্রয় লইলেন। তৎপরে তিনি সেখান হইতে জেরুজালেমের মন্দিরে গিয়া শিক্ষা ও উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহুদী জাতির মনের দৃঢ়তা ছিল না—তাহা প্রতিমুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইত। পূর্ব্ব হইতে, তাঁহার উপদেশ শুনিয়া এবং ভূরি ভূরি অলৌকিক কার্য্য-কলাপ দেখিয়া, সকলেই

'ঈশ্বর-পুত্র' (অবতার) ভাবিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছিল ; যিশু নিজে রাজা হইতে ও তাহাদিগকে মান্না রুটি খাওয়াইতে অস্বীকার করায়, তাহারাই আবার তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছিল। এক্ষণে সহসা আবার তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

পুরোহিতেরা, আইন-পরিচালকেরা এবং ফরিশি ওমরাহেরা এবার বড় ভীত হইল। দিন দিন যিশুর প্রতাপ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহাতে তাহারা আর নিশ্চিন্তে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রত্যেকেই আপন ক্ষমতা ও অধিকার লোপের ভয়ে চিন্তিত হইল। তাহাদের আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গেল। কিরূপে যিশুকে নষ্ট করিবে—সকলেই দিবানিশি সেই চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল ; কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।

সেই সময়ে 'মার্থা ও মেরীদের' বাটী ছাড়িয়া কয়েক দিনের জন্য যিশু স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মার্থা ও মেরীর ভ্রাতা লেজারস মরিয়া গিয়াছিল। লেজারসের মৃত্যুর চারিদিন পরে যিশু ফিরিয়া আসিয়া কবর হইতে লেজারসকে জীবিত করিয়া উঠাইয়া আনিলেন। এই সংবাদ ত্বরিতে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। পুরোহিত, আইন-পরিচালক ও ওমরাহদিগের ভয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

সেই সময়ে যিশু আরও কতিপয় অন্ধের চক্ষু দান করিলেন।

ওমরাহেরা যাহাদিগকে 'ছোটলোক ও পাপী' বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিত, যিশু তাহাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন ও ভ্রমণ করিতেন। তিনি বলিতেন—"নীরোগদের চিকিৎসকের আবশ্যক নাই, যাহারা রোগী—চিকিৎসক তাহাদেরই জন্য।" তিনি আরও বলিতেন যে, তিনি গরীব-দুঃখী ও পাপী-তাপীর পরিত্রাণের জন্যই আসিয়াছেন।

তখন উৎসব উপলক্ষে দূর-দূরান্ত হইতে লক্ষ লক্ষ লোক জেরুজালেমে সমাগত হইয়াছে। চাক্ষুষ এই সকল অলৌকিক ঘটনা দর্শনে বিপুল জনপ্রবাহ যেমন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল, পুরোহিত প্রভৃতিদের আশঙ্কাও সেই পবিমাণে বাড়িতে লাগিল। তাহারা প্রকাশ্যে যিশুকে কিছু বলিতে সাহস পাইল না। কারণ সেরূপ করিলে সেই উন্মত্ত জনসঙ্ঘ বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগকেই নষ্ট করিয়া ফেলিবে। তাহারা যিশুর বিরুদ্ধে প্রথমে দেশবাসীকে বিধিমতে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। তখন তাহারা যিশুর কথার প্যাঁচ ধরিয়া তদ্দ্বারা যিশুকে অপরাধী করিবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু যিশু তাহাতে সকলকে পরাজিত করিলেন। তখন তাহারা নিরাশহৃদয়ে মহাশঙ্কিত হইয়া গুপ্তসভার অধিবেশন করিতে লাগিল। সেই সভায়—রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—প্রধান পুরোহিত 'কৈয়াকাস্' বলিল—"যেরূপেই হউক—যত প্রকার অসৎ উপায়েই হউক—অবিলম্বে যিশুকে

হত্যা করিতে হইবে, নচেৎ আমাদের নিস্তার নাই। তোমরা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ কর এবং যিশুকে নিভৃতে ধরাইবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা কর।”

কার্য্যও সেইরূপ হইল। মিথ্যাসাক্ষী সংগৃহীত এবং পুরস্কার ঘোষিত হইল; কিন্তু কেহই যিশুকে ধরাইয়া দিল না।

উৎসব সময়ে প্রতিদিনই যিশু জলপাই-পর্ব্বত হইতে জেরুজালেমে আসিতেন এবং শিক্ষা ও উপদেশ প্রভৃতি প্রদান করিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন। সকল সময়েই তিনি সহস্র সহস্র লোকে পরিবৃত থাকিতেন বলিয়া পুরোহিত প্রভৃতিরা তাঁহার শরীরে হস্তক্ষেপ করিতে সাঁহসী হয় নাই। তাহারা স্থির করিল যে, উৎসবান্তে রজনীযোগে এ কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

যিশু ইচ্ছা করিলেই জেরুজালেম হইতে অবলীলাক্রমে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, অথবা ইঙ্গিত প্রকাশেই ইহুদীদের রাজা হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। পার্থিব ধনসম্পদরাজ্য যে স্বর্গরাজ্য-প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়, তাহা তিনি সকল প্রকারে দেখাইয়া গেলেন। “যে দীনহীন, সে-ই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী।”—ইহা তিনি সকলকে বুঝাইয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং শিষ্যগণকেও প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

উৎসবের শেষদিন শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শেষ ভোজনকালে যিশু বলিলেন—"আমার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তোমাদেরই দ্বাদশজনের মধ্যে একজন বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক আমাকে ধরাইয়া দিবে।"

সকলেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভু, আমি কি?" কিন্তু তিনি এমন সঙ্কেত দ্বারা 'জুডাস্-ইস্‌কেরিয়টের' নাম করিলেন যে, তখন কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—'আমার তিনটি আদেশ সর্ব্বদা সযত্নে মনে রাখিও—

'প্রেম, দান ও দয়া'।"

ভোজনান্তে জুডাস্-ইস্‌কেরিয়ট্ সহসা কার্য্যব্যপদেশে উঠিয়া গেল। অন্যান্য শিষ্যেরা ভাবিল—জুডাস্ বুঝি প্রভুর কোন আদেশ প্রতিপালন করিতে গমন কবিল। হায় জুডাস্! তখন সয়তান তাহার সমস্ত হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছিল!

যিশু শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া আবার জলপাই-পর্ব্বতে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মদান

বহুক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, রজনীর অন্ধকারে পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। জেরুজালেমের প্রধান পুরোহিত কৈয়াকাসের বাটীতে এক বৃহৎ গুপ্তসভা বসিয়া গিয়াছে। রাজ্যের যত বড়লোক একত্রিত হইয়াছে। উজ্জ্বল আলোকে নৃশংসদের বিবর্ণ মুখে, জিঘাংসার আভা উদ্ভাসিত হইয়া নরকের অনুচরবৃন্দের ন্যায় অতি বীভৎস দেখাইতেছিল।

সহসা জুডাস্-ইস্কেরিয়ট্ তথায় উপস্থিত হইয়া পরিচয় দিল যে, সে যিশুর দ্বাদশজন নির্ব্বাচিত প্রিয়শিষ্যের মধ্যে একজন। সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখপানে চাহিল। এমন সময়ে সহসা এস্থানে তাহার আগমনের কারণ কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া সয়তান তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল—"আমি যদি আমার প্রভুকে অদ্য রাত্রেই ধরাইয়া দি, তবে সেই কার্য্যের নিমিত্ত আমাকে কত টাকা দিবেন?"

সভাস্থ লোকেরা তখন তাহাকে মহা আদর-অভ্যর্থনা

করিতে লাগিল। পরিশেষে ত্রিশটি মাত্র রৌপ্য-মুদ্রায় একার্য্যের চুক্তি হইয়া গেল! বিশ্বাস-ঘাতক জুডাস্ ত্রিশটি মুদ্রা গণিয়া লইল; তৎপরে মহাসভার প্রদত্ত পাঁচ শত সৈন্য সঙ্গে লইয়া নিরস্ত্র নিঃসহায় নির্ব্বিরোধ যিশুকে ধরিবার অভিপ্রায়ে জলপাই-পর্ব্বতের অভিমুখে গমন করিল। সৈন্য-গণের সহিত এইরূপ ইঙ্গিত রহিল যে, জুডাস্ গিয়া যে ব্যক্তিকে চুম্বন করিবে—তিনিই যিশুখৃষ্ট। তাহারা অবিলম্বে তাঁহাকে বাঁধিবে।

এদিকে সন্ধ্যার পরই সশিষ্য যিশু জলপাই-পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল তাঁহার সময় নিকটস্থ বলিয়া তিনি শিষ্যগণকে দৃঢ়চিত্ত করিতে লাগিলেন এবং প্রলোভনের হাত এড়াইবার জন্য তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তৎপরে শিষ্যদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তিনি ঐকান্তিক মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"হে পিতঃ! যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পার।" পরক্ষণেই তিনি আবার বলিলেন—"না, না, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

তখন স্বর্গ হইতে এক দেবদূত নামিয়া আসিয়া, তাঁহার অন্তরে বল সঞ্চারিত করিয়া দিল। তিনি উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার বিয়োগজনিত ভাবী দুঃখের আতিশয্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহাদিগকে

বলিলেন—"ঘুমাইতেছ কেন? যাহাতে প্রলোভনে পড়িতে না হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রার্থনারত যিশু হঠাৎ বলিলেন—"সময় হইয়াছে, ঈশ্বর-পুত্র বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক পাপীদের হস্তে অর্পিত হইল দেখ।" সেই সময়ে অদূরে অস্ত্র-ঝনঝনা শ্রুত হইল। সকলেই আশ্চর্য্যের সহিত দেখিল—একদল সশস্ত্র সৈন্য আসিতেছে।

হঠাৎ সেই সৈন্যদলের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া উঠিল—"প্রভু প্রভু" এবং পরমুহূর্ত্তে জুডাস্-ইস্‌কে-রিয়ট্ আসিয়া যিশুকে চুম্বন করিল।

যিশু তখন স্থির, ধীব—জগদীশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তাঁহাব হৃদয়ে অপরিমিত বল এবং বদনে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাতি বিকশিত হইতেছিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া জুডাস্‌কে বলিলেন—''স্নেহের অমৃতচুম্বনকে বিশ্বাস-ঘাতকতায় কলঙ্কিত করিলে?" পরক্ষণেই সৈন্যগণের পানে ফিবিয়া বলিলেন—"তোমরা কাহাকে চাও?"

তাহারা বলিল—"ন্যাজারেথের যিশুকে।"

—"আমিই সেই—আমাকে লইয়া যাও।"

সৈন্যেরা কিন্তু কেহই অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। যিশুর অচঞ্চল অপরূপ স্থৈর্য্যেব মধ্যে কি এক দেবভাব মিশ্রিত ছিল যে, সৈন্যরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ভীত হইল,

সকলেই পশ্চাৎ হাঁটিয়া গিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তখন যিশু পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে বলিলেন—"সময় হইয়াছে, আমাকে লইয়া চল, আমার শিষ্যদিগকে কিছু বলিও না।"

তখন সাহস পাইয়া সৈন্যেরা আসিয়া তাঁহাকে ধরিল। যে ব্যক্তি যিশুর অঙ্গে প্রথম হস্তার্পণ করিয়াছিল, হঠাৎ পার্শ্ব হইতে পিটার তরবারি দ্বারা তাহার কর্ণমূলে আঘাত করিল—কান কাটিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে যিশু, পিটারকে তরবারি পরিত্যাগ করিতে বলিয়া, আহত ব্যক্তির কর্ণমূলে হস্ত প্রদান করিলেন—তৎক্ষণাৎ কর্ণ জুড়িয়া সে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল!

যিশুকে লইয়া সৈন্যগণ মহাসভায় উপস্থিত করিল। শিষ্যদের মধ্যে পিটার ও জন্ সঙ্গে আসিল; অন্য সকলে সেই পর্ব্বত হইতে চলিয়া গেল।

সেই মহাসভাকে 'সেন্‌হেড্রিন্' বলিত। সেই সভাই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিল—যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত।

সেই মহাসভায়—নিরপরাধ যিশুর বিচারের যে প্রহসন হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিত লিখিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। কোনও মতে উৎকোচ প্রদানে প্রস্তুত দুইটি মিথ্যাসাক্ষীর সাহায্যে যা তা করিয়া যিশুকে বিদ্রোহী

সাব্যস্ত করা হইল এবং অতি ত্বরিতে ক্রুশে বিদ্ধপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হইল।

সৈন্যেরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে থু থু দিতে দিতে এবং তাঁহাকে নানারূপ প্রহার ও কদর্য্য গালি দিতে দিতে, মৃত্যু-দণ্ড মঞ্জুরের জন্য রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেটের নিকট উপস্থিত করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

লীলা-শেষ

যিশুকে দেখিয়া রোমীয় শাসনকর্ত্তা পাইলেটের মনে কি হইল বলিতে পারি না ;—তিনি কিছুতেই যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিলেন না। যিশুকে দুই-চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাহার উত্তর পাইয়া তাঁহার উপর পাইলেটের দৃঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস হইল। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বারংবার সকলের সম্মুখে বলিলেন—"এ ব্যক্তি নির্দ্দোষ, আমি ইহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিব না।"

তখন তাঁহাকে ইহুদীদের রাজা হেরড্ এ্যান্টিপাশের নিকট উপস্থিত করা হইল। তিনিও যিশুর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা দিতে সাহসী হইলেন না, পুনরায় তাঁহাকে পাইলেটের নিকট প্রেরণ করিলেন।

পাইলেট বারংবার সকলের সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"যিশু নির্দ্দোষ।"

উন্মত্ত ওমরাহের দল পাইলেটের কথা কানে তুলিল না। সকলে উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"আমরা কোন কথা শুনিব না, ইহাকে ক্রুশে চড়াইয়া মার—নচেৎ

তুমিও ইহার দলস্থ একজন রাজদ্রোহী বলিয়া আমরা সম্রাট্ সিজারের নিকট নালিশ করিব।"

পাইলেট ইচ্ছা করিলেই যিশুকে অনায়াসে মুক্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের মনোভাব অবগত হইয়া তিনি তাহাতে সাহস করিলেন না। তিনি বারিপাত্র আনাইয়া সর্ব্বসমক্ষে আপন হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে সকলকে বলিলেন—"এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আমি ইহার মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি না, কেবল তোমাদের আদেশমত আমি দণ্ড দিতে বাধ্য হইলাম। সুতরাং এই নির্দ্দোষের রক্তপাতের জন্য আমি অপরাধী নহি।"

দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইতে না হইতেই নারকীরা সেই মহাপুরুষকে টানিয়া বাহিরে আনিল; তাঁহাকে বেগুনী রঙ্গের পোষাকে সজ্জিত করিয়া তাঁহার মস্তকে কণ্টকময় মুকুট পরাইয়া দিল। তৎপরে প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত ভারী ক্রুশ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া, নানা প্রকার নির্য্যাতন করিয়া—দুই পার্শ্বে দুইজন মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত চোরের মধ্যবর্ত্তী করিয়া, তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল।

মহাপুরুষ ধীর স্থির প্রশান্তবদনে সমস্ত অত্যাচার, সকল উৎপীড়ন অনায়াসে সহ্য করিতে করিতে চলিলেন। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেছিলেন—"হে পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর—ইহারা জানে না যে, কি কার্য্য করিতেছে।"

পামরেরা তখন তাঁহার বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের বহু লোক সেই নৃশংস দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছিল। অধিকাংশ লোকের চক্ষুই জলপূর্ণ ছিল। স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতেছিল। তন্মধ্যে ন্যাজারেথ হইতে যিশুর আত্মীয়গণ ও তাঁহার মাতা মেরীও আসিয়াছিলেন। মেরীর তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র যিশু জন্‌কে দেখাইয়া বলিলেন—"ওই দেখ, তোমার পুত্র।" তৎপর মাতাকে দেখাইয়া জন্‌কে বলিলেন্—"ওই দেখ, তোমার মাতা।"

সেই সময় হইতে জন্ মেরীকে আপন আবাসে লইয়া গিয়া—মাতার ন্যায় যত্নে রাখিলেন।

যিশুর সঙ্গে যে দুইজন চোরের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল, তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল—"যদি তুমি যথার্থই খৃষ্ট, তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় চোর তাহাকে ধমকাইয়া বলিল—"চুপ্, ঈশ্বরকে ভয় করিস্ না? আমরা দোষী, ন্যায়মতেই সাজা পাইতেছি, কিন্তু ইনি নির্দ্দোষ।" তৎপরে যিশুর দিকে ফিরিয়া সে বলিল—"প্রভু, আপনি যখন আপন রাজ্যে প্রবেশ করিবেন, এ দীন-হীন অপরাধীর কথা তখন স্মরণ রাখিবেন।"

যিশু সেই অনুতপ্ত চোরের প্রতি আশাতিরিক্ত সদয় উত্তর

করিলেন—"তোমাকে নিশ্চিত বলিতেছি, অদ্য আমার সহিত তুমি স্বর্গে গমন করিবে।" তৎপরে তিনি অত্যন্ত আবেগভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে এ সময় পরিত্যাগ করিতেছ ?" তৎপরেই তিনি আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হে ঈশ্বর, আমি তৃষ্ণার্ত্ত !"

তখন দিবা দ্বিপ্রহর ; কিন্তু সেই দ্বিপ্রহরেও সহসা চতুর্দ্দিক ভীষণ অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল—কোলের বস্তুও দেখা যাইতেছিল না। যাহারা এ ঘটনা দেখিতেছিল—সকলেই মহাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল। .সেই ভীষণ অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার মহাপুরুষের কণ্ঠধ্বনি উঠিল—"শেষ হইয়াছে। হে পিতঃ ! তোমার করে আমি আত্মসমর্পন করিলাম।"

সব ফুরাইল। সেই অন্ধকারে কেহ কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না---কেবল যিশুর শেষ বাক্য শুনিয়াছিল।

তন্মুহূর্ত্তে ভয়ানক ভূমিকম্পে বসুধা শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহোভা-মন্দিরের আবরণ মুক্ত হইয়া গেল। সেই আবরণ বৎসরে একবার মাত্র প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হইত, অন্য কাহারও অধিকার ছিল না। সেই আবরণ মুক্ত হইবামাত্র বহু কবরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং তথা হইতে বহু সাধুপুরুষের মুক্তাত্মা উত্থিত হইয়া, সেই ক্রুশ-পার্শ্বে সমাগত হইল !

সমবেত জনমণ্ডলী—এমন কি, ওমরাহ, আইন-পরিচালক, পুরোহিতবৃন্দ এবং সৈন্যগণ—মহাভয়ে বিবর্ণ হইয়া পড়িল। সকলেই বুক চাপড়াইয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল। তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল—

"ইনি যথার্থই—
ঈশ্বরের অবতার খৃষ্ট !"

গোলগোথা নামক স্থানে জোসেফ্ নামে এক ব্যক্তির একটি উদ্যান ছিল। জোসেফ্ দেশের একজন বড় ওমরাহ ও সেন্‌হেড্রিন্ মহাসভার সভ্য, কিন্তু তিনি ও নিকোডিমাস্ এই দুইজন যিশুর বিচার-কার্য্যে যোগ দেন নাই। তাঁহারা শাসনকর্ত্তা পাইলেটের অনুমতি লইয়া জোসেফের সেই উদ্যানে মহাপুরুষের মৃতদেহ বহুসম্মানে কবরস্থ করিলেন এবং সেই কবরের উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিলেন। পাইলেট স্ব-ইচ্ছায় তাহার উপর এই কয়টি কথা খোদিত করিলেন—

ইহুদীদিগের প্রকৃত রাজা
"যিশুখৃষ্ট"

পরিশিষ্ট

পুনরুত্থান

মহাপুরুষকে এইরূপ অন্যায় নির্য্যাতনে হত্যা করিয়াও সেন্‌হেড্রিন্‌ সভার সভ্যগণের ভয় দূর হইল না। মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন—'তিন দিন পরে তিনি সশরীরে উঠিবেন।' তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! দেশের লোক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসে তাঁহার পশ্চাতে সমবেত হইবে, তাহাদের ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। এত অন্যায় করিয়াও তাহারা তবে কি ফল লাভ করিল?

তাহারা তখন শাসনকর্ত্তা পাইলেটকে অনুরোধ করিয়া মহাপুরুষের কবরের সম্মুখে প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়া দিল। পাছে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া প্রভুর মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া লইয়া যায়!

* * * *

তিন দিন পরে রবিবারের প্রত্যূষে কবর-রক্ষক প্রহরী সহসা সভয়ে দেখিল—কবরের প্রস্তরের উপর দিব্যকান্তি মহাপুরুষ যিশু উজ্জ্বল বিভায় চতুর্দ্দিক্‌ আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন!

প্রহরীরা মহা আতঙ্কিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। যিশু ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রহরীরা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রধান পুরোহিতের নিকট এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। কৈয়াকাস্ ও অপরাপর সকলেই এই সংবাদে মহা ভীত হইয়া ভাবিল—এই সংবাদ নগরমধ্যে রাষ্ট্র হইলে ত এখনই বিষম বিভ্রাট ঘটিবে। তাহারা প্রহরীগণকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিল—যেন এ বার্ত্তা তাহারা ঘুণাক্ষরেও অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত না করে। তাহারা বলিবে যে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া দেখিল—যিশুর মৃতদেহ কবর হইতে কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

মেরী নামক এক ধার্ম্মিকা রমণী প্রত্যহ সঙ্গিনী-সহ অতি প্রত্যূষে মহাপুরুষের কবর পূজা করিতে আসিত। সেদিন কবর শূন্য দেখিয়া সে মহাভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর শিষ্যগণের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া খবর দিল যে, মহাপুরুষ কবর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া জন্ ও পিটার প্রভৃতি দ্রুতবেগে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের দিব্য আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল—তাহাদের প্রভু গৌরবমণ্ডিত হইয়া কবর হইতে উঠিয়াছেন। চিনিতে পারিয়া তাহারা মহানন্দে তাঁহার পদে লুটাইয়া পড়িল।

একদিন শিষ্যদের একজন কার্য্যান্তরে অন্যত্র গিয়াছিল।

বাকী দশজন মহাপুরুষের শিষ্য একত্রে ভোজনে বসিয়াছিল। তাহারা দেশের লোকের ভয়ে ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। সহসা সেই রুদ্ধার্গলের মধ্যে তাহাদের সম্মুখে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইলেন! সকলেই প্রেতযোনি মনে করিয়া মহাভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল।

তখন ধীরে ধীরে মহাপুরুষ বলিলেন—"ভীত হইও না। তোমাদের অন্তর শান্তিপূর্ণ হউক।" এই বলিয়া তিনি হস্ত-পদ ও অঙ্গের ক্ষত দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন—"এই দেখ, আমিই —সেই!"

শিষ্যগণ আনন্দিত হইল। তিনি আহারে বসিয়া রুটি ছিঁড়িয়া তাহা আশিস্-পূর্ণ করিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন।

দশজন শিষ্য প্রভুর দর্শন পাইল—কিন্তু তখনও একজন বাকী ছিল। তাহাকে দেখা দিবার জন্য, অষ্টম দিনে তাহাদের ভোজন-সময়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে তিনি পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। সেদিন তিনি তাহাদিগকে একটি অমূল্য উপদেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন—

"যাহারা চোখে না দেখিয়াও
সরলভাবে বিশ্বাস করে—
তাহারাই ধন্য!"

একদিন সাইমন পিটার ও কতিপয় শিষ্য গ্যালিলি-হ্রদে

মৎস্য না পাইয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন ঊষার ছায়ায় অঙ্গ ঢাকিয়া তীর হইতে কে হাঁকিল—"নৌকার দক্ষিণ পার্শ্বে জাল ফেল।" তাহারা তাহাই করিল।

কি আশ্চর্য্য—এ কি! জাল যে প্রচুর ক্ষুদ্র-বৃহৎ মৎস্যে ভরিয়া গিয়াছে! তখন তাহারা যিশুকে দেখিতে পাইয়া হ্রদের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং সাঁতরাইয়া আসিয়া মহাপুরুষের পদবন্দনা করিল। তখন যিশু, পৃথিবীতে শেষবারের মত, সকলের সঙ্গে একত্রে বিদায়-ভোজ খাইতে বসিলেন।

আহারের শেষে মহাপুরুষ পিটারকে দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস?"

পিটার দুইবারই উত্তর দিল—"প্রভু, আপনিই জানেন যে, আপনাকেই ভালবাসি।"

তখন সন্তুষ্ট হইয়া যিশু তাহাকে বলিলেন—"আমার মেষশাবকগণকে খাওয়াইও।" তৎপরে, পিটারকে, তাহার ভবিষ্যৎ ভীষণ মৃত্যুর কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া পিটারকে বিন্দুমাত্রও বিষন্ন দেখা গেল না। প্রভুর জন্য প্রভুর কার্য্যে, যতই ভীষণ মৃত্যু হউক না—তাহাতে যথার্থ শিষ্যের বিন্দুমাত্রও দুঃখ বা উৎসাহহীনতা থাকিতে পারে না।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে ধরায় পাপীত্রাণের জন্য শিষ্যগণকে প্রস্তুত করিয়া, তিনি সেই হ্রদতীরবর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করিতে

লাগিলেন। অতি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বিন্দুর ন্যায় মেঘের ক্রোড়ে তাঁহাকে দেখা যাইতে লাগিল। তারপর একখানি কৃষ্ণমেঘে সহসা সমস্ত আবৃত করিয়া ফেলিল!

এইরূপে মহাপাতকীদিগের ত্রাণকর্ত্তা যিশুখৃষ্ট ধরার পাপ আপনার স্কন্ধে বহন করিয়া—অসহ্য নির্য্যাতন সহ্য করিয়া—আমাদিগের জন্য স্বর্গে যাইবার দিব্য সোপান নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

"যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে,
সে স্বর্গে অনন্ত-জীবন
লাভ করিবে।"



সমাপ্ত

